CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-161 ■ 12 March, 2026 ■ আগরতলা ১২ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ধ্বনিভোটে খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ।। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব বুধবার ধ্বনিভোটে খারিজ হয়ে গেছে। টানা প্রায় ১৩ ঘণ্টার দীর্ঘ বিতর্কের পর এই ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কে বিরোধী দল অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ তোলে।

অধিবেশন চলাকালে সভাপতিত্বকারী অধ্যক্ষ জগদম্বীকা পাল ধ্বনিভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি খারিজ ঘোষণা করেন। তবে ভোটের সময় লোকসভায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বিরোধী সদস্যরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যকে ঘিরে প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করলে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা একযোগে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান।

প্রস্তাবটি খারিজ হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে এটিকে বিরোধী শিবিরের জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ বিতর্কের সময় স্পিকার বা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরার বদলে বিরোধী দলই নানা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

বিতর্কে অমিত শাহ স্পিকারের আসনের মর্যাদা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এই পদ সংসদের অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব এবং স্পিকারের সিদ্ধান্ত এমনকি সুপ্রিম কোর্টও সাধারণত প্রশ্নবিদ্ধ করে না। তিনি আরও দাবি করেন, অতীতেও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় সমাজবাদী পার্টি ও বামপন্থী দলগুলি স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল।

শাহ উল্লেখ করেন, আগের সময়ে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এলে তারা নিজেই আসনে বসে থাকতেন। কিন্তু এবার ওম বিড়লা একটি নতুন সংসদীয় নজির স্থাপন করে প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষের আসন ছেড়ে দেন।

এছাড়া তিনি সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে রাহুল গান্ধীর বিদেশ সফর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত প্রাক্তন বিচারপতি শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ।। প্রয়াত হলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি প্রদীপ সরকার। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ আইনজীবী মহল।

আজ সকালে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বলে জানা গেছে। সকালে তাঁর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ত্রিপুরা হাইকোর্টসহ আইনজীবী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরে ত্রিপুরা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁর সহকর্মী ও আইনজীবীরা।

এদিন প্রাক্তন বিচারপতির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম. এস. রামচন্দ্র রাওসহ অন্যান্য বিচারপতি, আইনজীবী এবং আদালত কর্মীরা। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেন আইনজীবী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও।

গাজিয়াবাদের যুবকের ইচ্ছা মৃত্যুর অনুমতি দিল সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ।। প্রায় ১৩ বছর ধরে স্থায়ী ভেজিটেটিভ অবস্থায় থাকা গাজিয়াবাদের এক যুবকের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার আদালত জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা প্রত্যাহারের অনুমোদন দিয়েছে।

বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ গাজিয়াবাদের বাসিন্দা ৩১ বছর বয়সি হরিশ রানার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত দেয়। ছাত্রাবস্থায় চারতলা থেকে পড়ে গুরুতর মাথায় আঘাত পাওয়ার পর থেকেই তিনি স্থায়ী ভেজিটেটিভ অবস্থায় ছিলেন।

রানার পরিবারের করা আবেদনে সাড়া দিয়ে আদালত জানায়, চিকিৎসা প্রত্যাহারের বিষয়ে মেডিক্যাল বোর্ড তাদের চিকিৎসাগত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারবে। তবে তা ২০১৮ সালের ঐতিহাসিক মামলায় নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী হতে হবে।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, রানাকে এইমস নয়াদিল্লির প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করতে হবে। সেখানেই চিকিৎসা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে।

আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, আমাদের বিবেচনায়, কমন কজ মামলায় নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী চিকিৎসা প্রত্যাহারের বিষয়ে মেডিক্যাল বোর্ড তাদের ক্লিনিক্যাল বিচার প্রয়োগ করতে পারে।

উল্লেখ্য, হরিশ রানা শতভাগ প্রতিবন্ধকতা ও কোয়াড্রিপ্লেজিয়ায় ভুগছিলেন এবং শ্বাস নেওয়া, খাবার গ্রহণ ও দৈনন্দিন পরিচর্যার জন্য তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসা সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হত।

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট একটি প্রাথমিক মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেয়, যা রানার বাড়িতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে। চিকিৎসকদের দল জানায়, তিনি ট্র্যাকিওস্টোমি টিউবের মাধ্যমে শ্বাস নিচ্ছেন এবং গ্যাস্ট্রোস্টোমি টিউবের মাধ্যমে খাবার পাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

পরে আদালত এইমস-কে একটি দ্বিতীয় মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেয়, যাতে স্বাধীনভাবে তাঁর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করা যায়। মামলাটির সূত্রপাত হয় যখন রানার বাবা-মা প্রথমে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেন। সেখানে তাঁরা একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের দাবি জানান, যাতে প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যায়। তবে দিল্লি হাই কোর্ট আবেদনটি খারিজ করে জানায়, সক্রিয় ইউথানেশিয়া ভারতীয় আইনে অনুমোদিত নয়।

২০২৪ সালের আগস্টে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছালে আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে মানবিক সমাধানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলে। পরে সরকার রানার জন্য বাড়িতে চিকিৎসা সহায়তা, ফিজিওথেরাপি, নার্সিং কেয়ার, ডায়েটিশিয়ান পরিষেবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠাশে ত্রিপুরায় তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ।। তিপ্রাসা জনগণের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকলে ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর আগরতলা দখল করে তিপ্রাসা সম্প্রদায়ের একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করা সম্ভব। বুধবার গোমতী জেলার কিল্লায় আয়োজিত দলীয় জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

জনসভায় তিনি খুমুলুং দখলের দাবি নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কটাক্ষ করেন। প্রদ্যোত কিশোরের দাবি, আসন্ন নির্বাচনে সেখানে বিজেপিকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হবে। তিনি বলেন, যদি বিজেপি নির্বাচনে পরাজিত হয়, তাহলে জনজাতিদের সমর্থন নিয়ে আমরা আগরতলা জয় করব এবং ২০২৮ সালে তিপ্রাসা সমাজ থেকে একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন।

তিনি দাবি করেন, এই নির্বাচন মূলত আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এক বড় রাজনৈতিক লড়াই, যেখানে একদিকে রয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যদিকে রয়েছেন আদিবাসী সমাজের অধিকারের পক্ষে আন্দোলনরত নেতৃত্ব। জনগণের ভোটই নির্ধারণ করবে এই লড়াইয়ের ফলাফল।

তাঁর কথায়, আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল অনেকটাই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় তিপ্রাসা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে কিনা। যদিও এখনও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি।

প্রদ্যোত কিশোর অতীতের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ত্রিপুরায় আগে আদিবাসী সমাজের একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন দশরথ দেবের কথা, যিনি ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এছাড়াও তিনি বিজেপির "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" স্লোগানের সমালোচনা করে বলেন, বহু বছর ধরে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। ফলে উন্নয়ন সাধারনের ধারে কাছেও পৌঁছাচ্ছে না। ফলে সরকারের উন্নয়ন সংক্রান্ত বক্তব্যে সাধারণ মানুষের আস্থা কমছে বলে তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি এলাকা উন্নয়নে সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ।। জনজাতি এলাকার উন্নয়ন ছাড়া সমগ্র রাজ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে রাজ্যের বর্তমান সরকার জনজাতি এলাকার উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে। আজ মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে মোহনপুর এবং লেফুঙ্গা ব্লক এলাকার ৬৫০ জন সুবিধাভোগীর হাতে সুতা তুলে দেওয়া হয়।

কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, জনজাতিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জনজাতি এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইংরেজি, বিজ্ঞান, অংকে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ১০ মাসের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে এইজন্যে বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ২৯টি বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সংকটে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ।। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা—ছাওমনু বাকছড়া সড়কে বুধবার সড়ক অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, গত পাঁচ দিন ধরে এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। নল থাকলেও জল না থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে সড়কের সংস্কারের কাজ চলাকালীন অসাবধানতাবশত পানীয় জলের পাইপলাইন কেটে যায়। সেই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় জল সরবরাহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আটক বাংলাদেশী যুবতী

বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার নেতার বিরুদ্ধে মানব পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ মার্চ।। সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় বিশালগড়ে বাংলাদেশের যশোর জেলার এক যুবতীকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে মানবপাচারের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার এক নেতাসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আটক ওই যুবতীকে সীমান্ত পার করে ভারতে আনার পেছনে মানবপাচার চক্র সক্রিয় ছিল। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা মামন মিয়া এবং তার সহযোগী ফেরদৌস মিয়ার মাধ্যমেই ওই যুবতী বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেন। রোহিঙ্গা মহিলাকে বিশালগড়ের ঘনিয়ামারায় ফেলে টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায় ওই কুখ্যাত মানব পাচারকারী, এমনটাই অভিযোগ।

যুবতীর দাবি, তাকে ভারতে এনে গুজরাটের আহমেদাবাদে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি মামন মিয়া ও ফেরদৌস মিয়াদের ২০ হাজার টাকা প্রদান করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৩০০ টাকা ভারতীয় টাকায় রূপান্তর করে দেওয়ার জন্যও তাদের হাতে তুলে দেন।

তবে বিশালগড়ে স্থানীয়দের হাতে আটক হওয়ার পর থেকেই অভিযুক্ত মামন মিয়া ও ফেরদৌস মিয়ার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই তারা মোবাইল ফোন বন্ধ করে গা-ঢাকা দিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে ওই বাংলাদেশি যুবতী ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। ওই যুবতীর দাবি, তাকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে ভারতে প্রবেশ করিয়েছে ওই দুই মানব পাচারকারী। নকল আঁধার কার্ড ও বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এলাকাবাসীদের হাতে আটক হওয়ার পরেই গা ঢাকা দেয় দুই মানব পাচারকারী। এদিকে ঘটনাকে ঘিরে বিশালগড় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সুনির্দিষ্ট মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্মনগর উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য সফরে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। আসন্ন ৫৬ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল আজ ত্রিপুরায় পৌঁছেছে। প্রধান সচিব শ্রী এন. টি. ভুটিয়ার নেতৃত্বে তিন সদস্যের এই প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসেন আজ।

জানা গেছে, প্রতিনিধিদলটি উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি পর্যালোচনা করবে। পাশাপাশি নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর প্রস্তুতি শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশনের এই সফর সেই প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখার অংশ হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষক বদলি ঃ স্কুলে তালা দিয়ে অবরোধ পড়ুয়া ও অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ মার্চ।। শিক্ষক বদলিকে কেন্দ্র করে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সাব্রুম মহকুমার উত্তর দৌলবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদ স্কুল এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যায় ভুগছে বিদ্যালয়টি। এর মধ্যেই বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক দেবপ্রিয় মজুমদারের বদলির নির্দেশ জারি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা।বুধবার সকালে উত্তেজিত আন্দোলনকারীরা স্কুলের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকল্প রুটে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ।। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের কারণে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির আশঙ্কা তৈরি হলেও ভারত বিকল্প রুটের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে বলে কেন্দ্রীয় সূত্রে জানা গেছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, বিকল্প উৎস ও রুট থেকে আসা এলপিজি ও এলএনজি-এর চালান খুব শিগগিরই দেশে পৌঁছাবে।

এদিকে কেন্দ্রের নির্দেশে দেশীয় তেল সংস্থাগুলিও রান্নার গ্যাসের উৎপাদন বাড়িয়েছে। সরকারি নির্দেশের পর থেকে ভারতীয় রিফাইনারিগুলি এলপিজি উৎপাদন প্রায় ১০ শতাংশ বাড়িয়েছে বলে জানা গেছে। দেশের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জামনগর রিফাইনিং কমপ্লেক্স-এও এলপিজি উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''বিশ্ব জ্বালানি বাজারে যখন অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তখন ভারতীয় পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখা একটি জাতীয় অগ্রাধিকার।''

এছাড়া কেজি-ডি৬ বেসিন থেকে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে সরবরাহের জন্য পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "সরকারের নির্দেশিকা মেনে জামনগরের রিফাইনিং ও পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে এলপিজি উৎপাদন বাড়াতে আমরা সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছি। সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে আমাদের টিম দিন-রাত কাজ করছে।" কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 12-03-2026, 00:02

জাগরণ
আগরতলা, ১২ মার্চ, ২০২৬ ইং
২৭ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট 'স্বেচ্ছামৃত্যু' বা প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া নিয়া একটি অত্যন্ত মানবিক এবং যুগান্তকারী রায় দিয়াছিল। তবে বিষয়টি নিয়া সাধারণ মানুষের মনে অনেক সময় কিছুটা বিভ্রান্তি থাকে, তাই এর আইনি দিকটি পরিষ্কার হওয়া জরুরি।আদালত আসলে সরাসরি 'মরার অধিকার' দেয়নি, বরং 'মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার'কে স্বীকৃতি দিয়াছে।সুপ্রিম কোর্ট একজন ব্যক্তিকে সুস্থ অবস্থায় একটি "লিভিং উইল" বা "উইল" করিবার অনুমতি দিয়াছে। যখন কোনো মুমূর্ষু রোগীর বাচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় কৃত্রিম চিকিৎসা বা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে আসে।যখন কোনো বিষাক্ত ইনজেকশন বা অন্য কোনো সক্রিয় উপায়ে প্রাণ কাড়িয়া নেওয়া হয়। এটি ভারতে সম্পূর্ণ অবৈধ।২০১৮ সালের রায়টি বেশ জটিল ছিল, তাই ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ করিয়া দিয়াছে। এখন লিভিং উইল বা অগ্রিম নির্দেশনামা সই করিবার জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন নাই, একজন গেজেটেড অফিসারের উপস্থিতিতে সই করিলেই হইবে। এটি মূলত সেইসব রোগীদের জন্য এক বড় স্বস্তি, যাহারা বছরের পর বছর কৃত্রিমভাবে যন্ত্রণাদায়ক জীবন কাটাইতে বাধ্য হন। কোর্ট বলিয়াছে, একজন মানুষের যেমন সম্মানের সাথে বাঁচিবার অধিকার আছে, তেমনই যন্ত্রণাহীনভাবে মৃত্যুর অধিকারও মৌলিক অধিকারের অংশ।

দেশের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে নজিরবিহীন রায় সুপ্রিম কোর্টের। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট গাজিয়াবাদের যুবক হরিশ রানাকে প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া বা 'মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যু'র অনুমতি দিল। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ১৩ বছর ধরে শয্যাশায়ী এই যুবকের জীবনের যন্ত্রণা আর চিকিৎসকদের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়াই আদালত এই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আর শীর্ষ আদালতের এই রায়কে দেশে প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে নজরবিহীন রায় হিসাবেই মনে করা হইতেছে। ২০১৮ এবং ২০২৩ সালের ঐতিহাসিক রায়ের পর এই প্রথম কোনও নির্দিষ্ট মামলায় স্বেচ্ছা মৃত্যুর নির্দেশ দিল আদালত।হরিশ রানা বর্তমানে ৩১ বছর বয়সি। ২০১৩ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিতে গিয়াছিলেন এবং একটি পেয়িং গেস্ট আবাসনে থাকিতেন। সেই আবাসনের চতুর্থ তলা থেকে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আহত হন তিনি। দুর্ঘটনার পর থেকেই তাঁহাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। চিকিৎসা চলিলেও হরিশ আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেননি। তিনি কোয়াড্রিপ্লেজিয়ায় আক্রান্ত হইয়া ভেজিটেটিভ স্টেটেই থেকে যান। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তাঁহার শরীরে ট্র্যাকিওস্টোমি টিউব বসানো ছিল এবং খাওয়ানোর জন্য গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টোমি টিউব ব্যবহার করা হইত। এই অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে গত ১৩ বছর ধরিয়া বাচিয়া আছেন তিনি। বাবা-মায়ের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উদ্বেগও বাড়িতে থাকে। তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল, ভবিষ্যতে যদি তাঁহারা না থাকেন, তবে ছেলের দেখভাল কে করিবে। সেই কারণেই সন্তানের জন্য প্যাসিভ ইউথেনেশিয়ার অনুমতি চাইয়া আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁহারা। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের বোর্ডের মতামত বিবেচনা করিয়াই আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয়।এদিন রায় ঘোষণা করিতে গিয়া বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ মার্কিন মন্ত্রী হেনরির কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন, 'ঈশ্বর কোনও মানুষকে জীবন দেওয়ার সময়ে জিজ্ঞাসা করেন না, তিনি এই জীবনকে গ্রহণ করিবেন কিনা! অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিতে হয়। এই কথাগুলির তাৎপর্য আরও বাড়িয়া যায় যখন আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোনও ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে বাছিয়া নিতে পারেন কিনা।' পাশাপাশি, উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট'-এর প্রসিদ্ধ লাইন 'টু বি অর নট টু বি'-ও উল্লেখ করেন বিচারপতি পারদিওয়ালা। আদালত জানাইয়াছে, লাইফ সাপোর্ট প্রত্যাহারের দুইটি কারণ থাকিতে হইবে। এক, রোগীর জন্য চিকিৎসা হিসেবে এটাই যোগ্য হইব এবং এটি রোগীর জন্য সর্বোত্তম হইতে হইবে। শীর্ষ আদালত আরও জানাইয়াছে, ১৩ বছর আগে চার তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়া মারাত্মক চোট পাইয়াছিলেন হরিশ রানা। সেই থেকে তিনি 'পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট' বা পুরোপুরি অচেতন অবস্থায় রহিয়াছেন। কৃত্রিমভাবে নলের মাধ্যমে খাবার দিয়া তাঁহার শরীরকে বাঁচাইয়া রাখা

হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাঁহার সারিয়া ওঠিবার কোনও আশা নাইই। বিচারপতিরা স্পষ্ট বলেন, একজন ডাক্তারের দায়িত্ব রোগীর চিকিৎসা করা। 'যখন রোগীর আরোগ্য লাভের কোন আশা থাকে না তখন সেই দায়িত্বের আর কোনও অর্থ থাকে না।"

আদালত নির্দেশ দিয়াছে, দিল্লির 'এইমস'-এ হরিশকে ভর্তি করিতে হইবে। সেখানে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁহার শরীর থেকে যাবতীয় সমস্ত নল ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সরাইয়া নেওয়া হইবে। বিচারপতিরা হরিশের বাবা-মায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "তাঁহার পরিবার এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার পাশ থেকে সরেনি...কাউকে ভালোবাসা মানে অন্ধকারের দিনেও তাঁহার পাশে থাকা।" প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি- দুই মেডিক্যাল বোর্ডই জানাইয়াছে যে, এহেন কৃত্রিম খাবার ও সকল চিকিৎসা ব্যবস্থা বন্ধ করাই এখন হরিশের জন্য মঙ্গলের। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের 'কমন কজ' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়াছিল। সেই রায়ের ভিত্তিতেই এই প্রথম কোনও বিচারবিভাগীয় নির্দেশে কার্যকর হইতে চলিয়াছে স্বেচ্ছা মৃত্যু। দীর্ঘ ক্লান্তিকর এক যাত্রার শেষে এবার শান্তির ঘুমের দেশে পাড়ি দেবেন ১৩ বছরের হরিশ রানা।

হায়দরাবাদে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি এন্ড ইউরোলজির নতুন আইপি ব্লকের উদ্বোধন করলেন কল্যাণী রায়

হায়দরাবাদ, ১১ মার্চ: হায়দ্রাবাদের বানজারা হিলসে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি এন্ড ইউরোলজি"র বানজারা হিলসের শাখায় ইনপেশেন্ট অর্থাৎ আই পি ব্লকের উদ্বোধন ত্রিপুরার বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। সঙ্গে ছিলেন হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনার ভি.সি.সজ্জনার।

নতুনভাবে সংস্কার করা এই আইপি ব্লকে রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করতে বেশ কয়েকটি আধুনিক সুবিধা চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ইউরো-অনকোলজি কেমোথেরাপি ইউনিট, উন্নত ভিডিও ইউরোডাইনামিক স্টাডি সুবিধা এবং ৮ বেডের ইউরোলজি ডে-কেয়ার ইউনিট। পাশাপাশি উন্নত অ্যাকিউট কিডনি কেয়ার ও ইন্টারভেনশনাল নেফ্রোলজি পরিষেবাও চালু করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে মঙ্গলবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ রোগীদের জন্য বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এআইএনইউকর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নতুন পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির মাধ্যমে রোগীদের জন্য আরও উন্নত, নিরাপদ ও রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানই তাদের লক্ষ্য।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমাদের কতটা ভয় পাওয়া উচিৎ

অ্যান্থনি জার্কার

আমরা যেভাবে জীবন-যাপন করি, তা নাটকীয়ভাবে পাল্টে দেয়ার দারুণ ক্ষমতা আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার- সেটি ভালো বা মন্দ উভয় অর্থেই। কিন্তু পৃথিবীতে ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে বিরাট উন্নতি হতে যাচ্ছে সেটির জন্য কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে সন্দেহ আছে বিশেষজ্ঞদের। ২০১৯ সালে ওপেনএআই নামের একটি গবেষণা দল এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছিল, যেটি কয়েক মাত্র প্যারাগ্রাফের একটি অর্থবহ টেক্সট লিখতে পারতো। এছাড়া এই সফটওয়্যার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু পড়ে মোটামুটি তা বুঝতে পারতো, কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারতো। ওপেনএআই শুরুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের তৈরি এই সফটওয়্যার, যেটির নাম তারা দিয়েছিল জিপিটি-টু, সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করবে না। তাদের আশংকা ছিল, লোকে এটি ব্যবহার করে খারাপ উদ্দেশ্য ব্যাপক হারে অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার চালাবে। তখন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ওপেনএআই এর গবেষক দল বলেছিল, "এটি খুব বেশি বিপদজনক।"

এরপর ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে তিন বছর সামনে আসা যাক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। ওপেনএআই এর জিপিটি-টু সীমিত কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু গত নভেম্বরে যখন তারা জিপিটি-থ্রী বাজারে ছাড়লো, সেটি তাৎক্ষণিক-ভাবে সবার ব্যবহারের জন্যই উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সাংবাদিকরা এবং বিশেষজ্ঞরা যখন এই প্রোগ্রামিং এর চ্যাটবট- জিপিটির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তখন তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। চ্যাটবট-জিপিটি ব্যবহার করে হাজার হাজার সংবাদ প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট লেখা হয়েছে। প্রয়াত কমেডিয়ান জর্জ কার্লিনের স্টাইলে এটিকে দিয়ে স্ট্যান্ড-আপ কমেডি লেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক নিয়ে। এটি খ্রিস্টধর্ম তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত দিয়েছে। কবিতা লিখেছে। পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম থিউরি বুঝিয়ে দিয়েছে শিশুকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অন্যান্য মডেল, যেমন ডাল-ই এমন নিখুঁত ছবি তৈরি করেছে যে, এগুলো আর্ট ওয়েবসাইটে দেয়া উচিৎ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মেশিনও এখন সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে, অন্তত খালি চোখে তাই মনে হবে। ওপেনএআই গত মার্চ মাসে যখন তাদের সর্বশেষ সংস্করণ জিপিটি-ফোর চালু করে, তখন তারা বলেছিল, অপব্যবহার বন্ধের জন্য এটির ভেতরে নানা ব্যবস্থা করা আছে। প্রথম যারা এর গ্রাহক হয়েছে তাদের মধ্যে আছে মাইক্রোসফট, মার্কিন ব্যাংক মেরিল লিঞ্চ এবং আইসল্যান্ডের সরকার।

মার্চ মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অস্টিনে এক সম্মেলনে জড়ো হয়েছিলেন সারা বিশ্বের প্রযুক্তি খাতের নীতি- নির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং নির্বাহীরা। সেখানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা। আরতি প্রভাকর হোয়াইট হাউসের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক দফতরের পরিচালক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি দারুণ উৎসাহী। তবে এ নিয়ে তিনি একটা হুঁশিয়ারিও দিচ্ছেন।

"আমরা যা দেখছি, তা হলো অসম্ভব শক্তিশালী এক প্রযুক্তির আবির্ভাব। এটি সংক্রমণের পর্যায় মাত্র। ইতিহাসে সব সময় দেখা গেছে, এ ধরণের শক্তিশালী নতুন প্রযুক্তি ভালো এবং মন্দ — উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়"- সম্মেলনে একটি প্যানেলে আলোচনায় অংশ নেয়ার সময় বলছিলেন তিনি।

তার প্যানেলের আরেকজন আলোচক অস্টিন কার্লসন হুঁশিয়ারিটা দিলেন একদম রাখ-ঢাক না রেখে। "আগামী ছয় মাসের মধ্যে আপনি যদি আপনি হতবাক হয়ে না যান, আমি আপনাকে ডিনার খাওয়াবো", বলছিলেন সীডএআই নামে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠাতা। অ্যামি ওয়েব হচ্ছেন ফিউচার টুডে ইন্সটিটিউটের প্রধান এবং নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এই সম্মেলনে তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাব্য ফল কী দাঁড়াবে, তার একটা চিত্র দেয়ার চেষ্টা করলেন। তার মতে, আগামী দশ বছরে এটি দুই বিপরীত দিকে যেতে পারে।

তিনি প্রথমে এমন একটি আশাবাদী দৃশ্যপটের কথা বলছে, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত উন্নতি ঘটানো হবে সর্বসাধারণের কল্যাণে। এআই সিস্টেমগুলোর ডিজাইনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। সেখানে একজন ব্যক্তি চাইলে তার প্রকাশ্য তথ্য এআই'র জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এখানে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে মানুষের জীবন সহজ এবং বাধাহীন করার কাজে। ভোক্তাদের ঠিক কি ধরণের পণ্য দরকার, এআই তা আঁচ করতে পারবে এবং যে কোন কাজ সম্পাদনেই সাহায্য করতে পারবে। অন্যদিকে অ্যামি ওয়েব এআই নিয়ে বিপর্যয়কর যে দৃশ্য-কল্প অনুমান করছেন, সেখানে ডেটা নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা থাকবে কম, অল্প কটি কোম্পানির হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে, এবং এআই মানুষের চাহিদা আগে থেকেই অনুমান করবে। তবে এর ফলে তাদের অনেক সময় ভুল হবে, অথবা মানুষের পছন্দকে তারা অনেক বেশি সংকুচিত করে ফেলবে। অ্যামি ওয়েবের মতে, তিনি যে সম্ভাব্য আশাবাদী দৃশ্যপটের কথা বলছেন, সেরকম ঘটার সম্ভাবনা মাত্র ২০ শতাংশ।

বিবিসিকে অ্যামি ওয়েব বলেন, "এই প্রযুক্তি আসলে কোন দিকে যাবে, তা নির্ভর করবে কোম্পানিগুলো এই প্রযুক্তি তৈরিতে কতটা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়, তার ওপর। তারা কি এটি স্বচ্ছতার সঙ্গে করছে? যে তথ্যভাণ্ডার থেকে চ্যাটবটগুলো তথ্য সংগ্রহ করছে, সেগুলোর সূত্র কী তারা প্রকাশ করছে? এগুলো কি তারা ঠিকমত তদারকি করছে?" তিনি বলেন, এক্ষেত্রে অন্য বিবেচনাটি হচ্ছে, এ ধরণের প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং অপব্যবহার বন্ধে আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকার- ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং কংগ্রেস- যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে আগাতে পারবে কিনা।

এক্ষেত্রে অতীতে ফেসবুক, টুইটার, গুগল বা এধরণের সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর বেলায় সরকারের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা একটা উদাহরণ হতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। "অনেক আলোচনাতেই যে বিষয়টা আমি বেশি শুনেছি, তা হলো এ ধরণের যথেষ্ট আইনি সুরক্ষা ছিল না বলে উদ্বেগ," বলছেন মেলানি সুবিন। তিনি ফিউচার টুডে ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

তিনি সাউ বাই সাউথ-ওয়েস্টের সম্মেলনে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন। "কিছু একটা যে করতে হবে, এরকম একটা বোধ তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে অশনি সংকেতের সেই কাহিনী মানুষের মনে আছে। লোকে যখন দেখে এআই'র কত দ্রুত উন্নতি ঘটছে, তখন লোকে সে কথাই স্মরণ করে।" সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর ওপর ফেডারেল নজরদারি মূলত ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের পাশ করা কম্যুনিকেশন ডিসেন্সী এ্যাক্ট দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এর সঙ্গে আছে আইনের ২৩০ ধারায় যুক্ত একটি সংক্ষিপ্ত এবং শক্তিশালী ধারা। এই আইনের ধারায় ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোকে ব্যবহারকারীদের তৈরি করা কনটেন্টের জন্য তাদের ওপর দায় চাপানোর ব্যাপারটা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই আইনের বলে নাকি এমন একটা পরিবেশ তৈরি সম্ভব হয়েছে, যাতে করে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো ভালো ব্যবসা করতে পারে। কিন্তু অতি সম্প্রতি আবার এই আইনকেই দোষারোপ করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর এতে বেশি ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠার জন্য। ডানপন্থী রাজনীতিকরা অভিযোগ করেন যে, এরফলে গুগল বা ফেসবুকের মত প্রতিষ্ঠান রক্ষণশীল মতাদর্শকে সেভাবে সামনে না আনার ক্ষমতা পেয়েছে। অন্যদিকে বামপন্থীদের অভিযোগ, এসব কোম্পানি ঘৃণা এবং সহিংসতার হুমকি রোধে যথেষ্ট করছে না। মিশিগানের সেক্রেটারি অব স্টেট জোসেলিন বেনসন বলেন, "ঘৃণ্য বাদানুবাদ যে ঘৃণ্য কাজে মদত দেয়, সেটা স্বীকার করা, এবং সেটার দায়িত্ব নেয়ার সুযোগ আমাদের আছে।" ২০২০ সালে ডিসেম্বরে তার বাড়িকে টার্গেট করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সশস্ত্র সমর্থকরা। এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল ফেসবুকে। তারা ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল চ্যালেঞ্জ করছিল। মিশিগানে একটি প্রস্তাবিত আইনে তিনি সমর্থন দিয়েছেন, যেটিতে জেনেশুনে ক্ষতিকর তথ্য প্রচারের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে দায়ী করা যাবে। ফেডারেল পর্যায়ে এবং অন্যান্য রাজ্যে একই ধরণের আইনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো যেন আরও সুরক্ষার ব্যবস্থা করে, সেটাও বলা হয়েছে। কনটেন্ট মডারেশন নীতির ব্যাপারে তারা যেন আরও খোলামেলা হয় এবং অনলাইনে হয়রানি বন্ধে যেন আরও সক্রিয় হয়, সেই দাবিও উঠছে।

কিন্তু এধরণের সংস্কারের প্রস্তাব সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতটা, তা নিয়ে মতামত মিশ্র। বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওয়াশিংটন ডিসি-তে বড় বড় লবি গ্রুপ আছে, তারা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার এবং নীতি-নির্ধারকদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। তাদের পকেটে অর্থও অঢেল। রাজনীতিকদের নির্বাচনী প্রচারণায় চাঁদার যোগান দিয়ে তাদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। "ফেসবুকে এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু ধরণের সমস্যার প্রমাণ থাকার পরও কিন্তু ২৫ বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এখনও ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য কংগ্রেসের দিক থেকে এখনো কোন ধরণের আইনের প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব মোটেই পালন করেনি," বলছেন প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিক কারা সুইশার। তিনি বলছেন, এখানে বিপদটা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা সবচেয়ে বড় বড় কোম্পানি- যেমন ফেসবুক, গুগল, আমাজন, অ্যাপল এবং মাইক্রোসফট- তারাই এখন আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। কাজেই কংগ্রেস যেখানে সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য এখন 'অস্ত্র প্রতিযোগিতার' মতো যেরকম দৌড় শুরু হয়েছে, সেটি নিয়ে কতটা কী তারা করতে পারবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সোশ্যাল মিডিয়ার এই তুলনা কেবল তাত্ত্বিক নয়। নতুন যে এআই প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু ফেসবুক, ইউটিউব বা টুইটারের মতো সাইটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে। এরপর এগুলোকে টগবগ করে ফুটতে থাকা ভুল তথ্য আর মিথ্যাচারের এক সমুদ্রে পরিণত করতে পারে। কারণ সত্যিকারের মানুষ থেকে ভুয়া মানুষের পোস্ট আলাদা করা তখন আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে পরিচালিত ভুয়া একাউন্টগুলো তখন এমনভাবে পরিচালিত হবে যে তাদের বিশ্বাস না করার কোন কারণ থাকবে না। সরকার যদি সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নীতি তৈরিতে সফলও হয়, ততদিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভুয়া তথ্যের বন্যায় ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যাবে। এসব নতুন রেগুলেশন তখন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

গত সংখ্যার পর—

পর্ব-৯

প্রথম দুর্গ তোরণা জয়

এইভাবে পরিভ্রমণ করতে করতে এবং নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পর শিবাজী দেখলেন যে পুনার কাছেই মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে 'তোরণা' দূর্গটিই প্রথম অভিযানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। দুর্গটির উপর বিজাপুর দরবারের বিশেষ একটা নজর ছিল না। কোথাও, কোনো দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণের ভয় বা আশঙ্কা না থাকায় দুর্গটি এক রকম অরক্ষিত অবস্থাতেই ছিল। তবু প্রথম দুর্গ জয়কে একবারে সুনিশ্চিত করার জন্য যে স্বল্প সংখ্যক প্রহরীর দল ছিল তাদের সঙ্গে তাঁর মাবল সর্দারদের দেখা-সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দিলেন। তাঁরা তাদের সঙ্গে দিব্যি বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন এবং একে-একে বেশ কয়েকজন প্রহরী শিবাজীর অনুগত ও ভক্ত হয়ে উঠল। দুর্গ-রক্ষকও সাধারণ শ্রেণীর সর্দার ছিল যে, সর্বক্ষণ আরামে ও ভোগ বিলাসিতায় ডুবে থাকত। শিবাজী একদিন দাদাজী কোণ্ডদেবের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁকে বললেন। শিবাজীর সব কথা শুনে দাদাজী তাঁর এই ষোল বছর বয়স্ক তরুণ শিষ্যের বুদ্ধি, সাহস ও সংকল্প দেখে মুগ্ধ হলেন। দাদাজী জিজ্ঞেস করলেন "কিন্তু সুবেদার কি সহজে দুর্গ ছেড়ে দেবে" শিবাজী বললেন "আমি কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে সুবেদারের সঙ্গে দেখা করতে পাঠাচ্ছি। ওরা সুবেদারকে বলবে যে, সুলতান তোরণা দুর্গ আমাদের হাতে সঁপে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।" দাদাজী শিবাজীর এই ছেলে-মানুষী প্রস্তাব শুনে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন সুবেদার সেকথা শুনবে কেন ? সুলতানের মুদ্রাঙ্কিত সরকারী নির্দেশ ছাড়া সে তার এই আরামের জায়গা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এবার শিবাজী চিন্তায় পড়ে গেলেন। "তাহলে কী করা যায় পন্তজী ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "প্রথমে দুর্গের চারিদিকে তোমরা সৈনিকদের শক্ত পাহারা বসাও। যেমন করে পারো দুর্গের সৈনিকদের পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন কর। রাজনীতিতে সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ সবগুলি নীতিকেই যেখানে যেমন প্রয়োজন কাজে লাগাতে হবে। তারপর তোমার একান্ত বিশ্বস্ত বলবানও সাহসী সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে অকস্মাৎ সুবেদারকে হত-চকিত করে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে একেবারে ওর সামনে গিয়ে উপস্থিত হও। ওর মুষ্টিমেয় দেহরক্ষীরা কিছু বোঝার আগেই সুবেদারকে বন্দী কর।"

শিবাজী বুঝলেন তিনি ব্যাপারটাকে যত সহজ ভেবেছিলেন, সেটা তত সহজ নয়। দাদাজীর আশীর্বাদ নিয়ে তিনি জননী জিজাবাঈয়ের কাছে গেলেন স্বরাজের প্রথম অভিযাত্রায় মার আশীর্বাদ নিতে। মাকে তাঁর সংকল্পের কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে জিজাবাঈ পুত্রকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নিলেন "ওরে আমার শিউবা রাজা, এতদিনে আমার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। মা ভবানী তোকে অবশ্যই যশস্বী করবেন। তুই জয়ী হবি এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই" বলতে বলতে জিজাবাঈয়ের নেত্রে আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল। শিবাজীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেবালয়ে গিয়ে মা ভবানীর পূজা করলেন এবং শিবাজীর মাথায় দেবী চরনের পুষ্প দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। শিবাজী পরম ভক্তিভরে দেবীকে ও মাকে প্রনাম করে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। দাদাজীর কথামতো দুর্গের বাইরে সর্বত্র তিনি নিজের দুর্ধর্ষ সৈনিকদের মোতায়েন করলেন এবং দুর্গের প্রহরীদের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করলেন। দুর্গের মধ্যে প্রবেশের আগে সব ব্যবস্থা পাকা করার পর শিবাজী প্রথমে বাজীরাও পাসলকর, তানাজী মালুসরে ও য়েসাজী কঙ্ককে সুবেদারের সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন এবং তাদের ঠিক পেছনেই ছোট্ট একটি সশস্ত্র দল নিয়ে শিবাজী সেখানে হাজির হলেন। সেই সময় সুরার পাত্র হাতে নিয়ে সুবেদার আয়েশ করে বসে ছিল। হঠাৎ তিন জন শক্ত-সমর্থ সশস্ত্র অচেনা যুবককে একেবারে সামনেই দেখতে পেয়ে ভীষণ রেগে উঠল। "অ্যাই, কে এদের এদের ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে ? অ্যাঁ ? এই কে আছিস ?"

"আরে এত চেঁচামেচি করছেন কেন সুবেদার সাহেব। আমাদের রাজা শিবাজী আসছেন। এই দুর্গের তিনি মালিক। আপনি তাঁকে দুর্গের অধিকার ছেড়ে দিন," বাজিরাও বেশ কড়া সুরেই বললেন।

"কে শিবাজী ? কেন ছাড়বো ? অ্যাঁ,এ কী" বলতে বলতে সুরার পাত্র হাত থেকে পড়ে গেল।

"এই যে আমি শিবাজী !" শিবাজী ঠিক তখনই প্রবেশ করে তলোয়ার বের করে বললেন "আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েছি। এই দুর্গ আমাদের। হৈ চৈ শুনে সুবেদারের দেহরক্ষীরা ছুটে এল। তারা বুঝতে পারেনি কখন কোথা থেকে শিবাজী ও তাঁর সশস্ত্র সঙ্গীরা একেবারে সুবেদার সাহেবের খাস কামরায় ঢুকে পড়েছেন। কিন্তু ওদের তখন খুবই দেরী হয়ে গিয়েছিল। কিছুটা রক্তপাত ঘটলেও, প্রায় বিনা প্রতিরোধে তোরণা দুর্গ দখল করে নিলেন শিবাজী। তোরণা স্বাধীন হল। ঢাক-ঢোল শিঙা এবং "হর-হর মহাদেব" ও "শিবাজী মহারাজ কী জয়" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সাড়ে তিনশো বছর পর সহ্যাদ্রির হৃদয় স্বাধীনতার স্পর্শে স্পন্দিত হয়ে উঠল। সদর দেউড়ির উপর শিবাজী গৈরিক পতাকা তুলে দিলেন।

জননী জিজাবাঈ ও গুরু দাদাজী পন্তও স্বরাজ্যের প্রথম স্বাধীন দুর্গে প্রবেশ করে তোরণাদেবীর মন্দিরে পুজো দিলেন। এই নবলব্ধ স্বাধীনতার ছোঁয়ায় দেবীও প্রাণ ফিরে পেলেন। তোরণার মেরামতির কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে মা ভবানীর প্রসাদ লাভ হল প্রসাদ লাভ হল।দুর্গের ভিত পাকা করার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করার সময়ে কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন-পরিপূর্ণ কলস উদ্ধার করা হল। চতুর্দিকে আনন্দবার্তা ছড়িয়ে পড়ল এবং সকলে মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে দেবী ভবানী স্বয়ং এই স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিপুল অর্থ শিবাজীকে দান করেছেন।

পর্ব-১০

তোরণা থেকে রাজগড়

সহ্যাদ্রির দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তোরণা বাস্তববিকই এক শক্তিশালী দুর্গ। যেমন উঁচু, তেমনিই মজবুত, দুর্গের দুই দিকে দুটি সুউচ্চ পর্বত-শিখর বুধা মাচী ও ঝুঞ্জার মাচী। একটি থেকে অপরটির দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ। ঝুঞ্জার মাচী থেকে নীচে নামার একটিমাত্র পথ আছে অতীব দুর্গম। ঝুঞ্জার মাচীকে ঘিরে রয়েছে গভীর খাদ। খাদের চারিদিকে কয়েকটি বুরুজ যার উপর কামান রেখে বহুদূর পর্যন্ত শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করা যায়। দুর্গের প্রবেশ পথ দুটি, একটা আছে পুনার দিকে, অপরটি কোকণের দিকে দিকে। দুর্গের উপর থেকে সহ্যাদ্রির অপরূপ মনোরম অথচ ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

শিবাজি দুর্গের মধ্যে আগেই ছদ্মবেশে প্রবেশ করে তার সমস্ত অবস্থান বর্ণনা ও প্রয়োজনীয় খবরাখবর জেনে নিয়েছিলেন। এই দুর্গটিকেই তার স্বরাজ্যের প্রথম দুর্গ হিসাবে নির্বাচিত করার আরও একটি কারণ ছিল, দুর্গটির প্রতি বিজাপুরের তেমন নজর ছিল না। পাহারা ছিল ঢিলে-ঢালা, কামান, গোলা-বারুদ, সিপাই-সান্ত্রীও আক্রমণের হাত থেকে দুর্গকে রক্ষা করার পক্ষে একান্তই অপর্যাপ্ত ছিল। এতএব, দাদাজী পন্তের মূল্যবান উপদেশ অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী তোরণা অধিকার করলেন। দাদাজী ও শিবাজী আগে থেকেই এমন একটি দুর্গ চেয়েছিলেন, যেটা হবেন তোরণার চেয়ে বড় এবং খুব দুর্গম পাহাড় ও নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তোরণা থেকে প্রায় আড়াই ক্রোস দূরে মুরুম্বদেব পর্বতের উপর এক অর্ধনির্মিত দুর্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। অথচ এককালে এখানে রসদ, গোলা-বারুদের একটি ভান্ডার গড়ে তোলার ব্যবস্থা বাদশাহ আদিলশাহ করেছিলেন। শিবাজী কালক্ষেপ না করে এই পরিত্যক্ত দুর্গটি অধিকার করে নিলেন এবং তোরণায় প্রাপ্ত অর্থ দিয়েন এই দুর্গের নির্মাণ কার্য্যে হাত দিলেন। নূতন দুর্গের নামকরণ করলেন "রাজগড়।" এর পর শিবাজী দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। দেশমুখদের কাছ থেকে দাদাজী কুবারীগড়টি কিনে নিলেন। এই দুর্গ পুনা থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শিবাজী কালবিলম্ব না করে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গের অধিকার নিজের হাতে তুলে নিলেন। পরিত্যক্ত ও বেকার অবস্থায় পড়ে থাকায় এগুলি গ্রহণ করার জন্য করার জন্য কোন লড়াই করার প্রয়োজন হয়নি।

এই পুরো এলাকার বাদশাহের আমিন হিসাবে নিযুক্ত ছিল সুভানমঙ্গলের এক রাজকর্মচারী। সেই ওই অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করত। হঠাৎ একদিন তার কাছে খবর পৌঁছুল যে শাহাজীর ছেলে, বাদশাহের কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে "রাজগড়" বলে নতুন দুর্গ নির্মাণেরও সংবাদ তার কাছে পৌঁছাল। দেশমুখদের মধ্যে কয়েকজন এমন লোক ছিল, যারা শিবাজী ও দাদাজী পন্তের কাজকর্ম সহ্য করতে পারছিল না। এ যাবৎ স্থানীয় রাজত্ব রাজকোষে জমা দিয়ে যেত রাজভক্ত দেশমুখ ও দেশপান্ডেরা নিজেরা গিয়ে। এখন সব খাজানা শিবাজীর 'স্বরাজ'-এর তহবিলে জমা পড়ছে জানতে পেরে আমিনের টনক নড়ল। কিন্তু ইতিমধ্যে সর্বত্র স্বাধীনতার হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিকে উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে সকলেই শিবাজীকে তাদের রাজা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। শিবাজী ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীরা ও নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন। যে কোন সময়ে শত্রুর আক্রমণ হতে পারে নিশ্চিত জেনে তার প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে। দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ জোয়ান মাবল বীরেরা দলে -দলে এগিয়ে আসছে স্বরাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে। এই বিদ্রোহের খবর পেয়ে সুভানমঙ্গলের আমিন বিজাপুরে বাদশহের কাছে লিখে জানাল যে শাহাজী ভোঁসলের ছেলে তোরণা ও মুরুম্বদেব দুর্গ দখল করেছে এবং মুরুম্বদেবকে নূতন করে সংস্কার করে তার নাম দিয়েছে 'রাজগড়'। এখনকার সব দেশমুখ ও দেশপান্ডেরা শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বাদশাহের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সব খাজনা শিবাজীর কাছে চলে যাচ্ছে, ইত্যাদি। কিন্তু বাদশাহ এই খবরকে মোটে আমলই দিলেন না। তাঁর বিরাট ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের কেউ বিরোধিতা করে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে, একথা তিনি বিশ্বাসই করলেন না। এসব নেহাৎ ছেলেখেলা, এর জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। অতএব রাজগড়ের পুনর্নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলল। বড়-বড় পাথর কেটে সুদৃঢ় প্রাচীর গাঁথার গাথার কাজ জোরকদমে চলতে থাকল। স্বাধীন মহারাষ্ট্রের নূতন রাজধানী রাজগড় ক্রমেই তার বিশাল বাস্তব রূপ নিয়ে সহ্যাদি পর্বতের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে শুরু হল নবগঠিত সেন্যবাহিনীর কঠোর প্রশিক্ষণ। যুবশক্তির শিরায়-শিরায় নব উৎসাহ, নূতন উদ্যমের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত ও দিকে-দিকে সংক্রামিত হতে লাগল। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

12-03-26.pmd 1 12-03-2026, 00:06

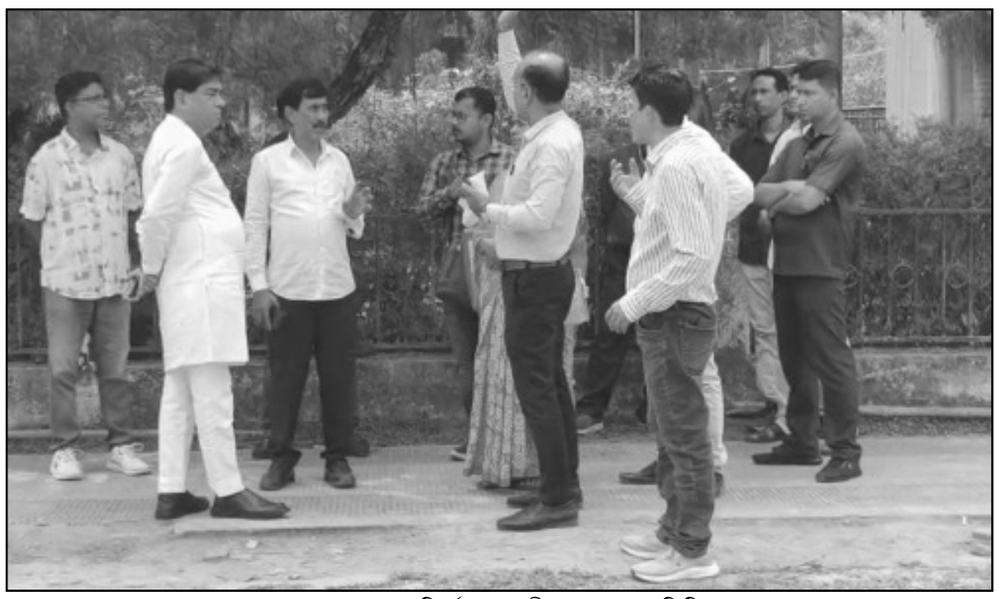

রাস্তার সংস্কার কাজ পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে ফরাসি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট-এর সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর।

আলোচনার পর সামাজিক মাধ্যম এক্স -এ জয়শঙ্কর লিখেছেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে ফরাসি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে মতামত বিনিময় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সরাসরি সাক্ষাতে এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আশা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরান-এর উপর হামলা চালানোর পর থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। এরপর তেহরান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানায়, যার লক্ষ্য ছিল মার্কিন ঘাঁটি ও মিত্র বাহিনী।

এর আগে মঙ্গলবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি-র সঙ্গেও দীর্ঘ টেলিফোনে কথা বলেন জয়শঙ্কর। আলোচনায় দুই পক্ষই পরিস্থিতি নিয়ে যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে একমত হন।

এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী চো হিউন-এর সঙ্গেও মঙ্গলবার কথা বলেন তিনি। আলোচনায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এবং তার বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও অর্থনীতির উপর প্রভাব নিয়ে মতবিনিময় হয়।

এর পাশাপাশি জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুল-এর সঙ্গেও সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেছেন জয়শঙ্কর। গত কয়েক দিনে ইতালি ও ওমানসহ একাধিক দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভারত একদিকে কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং জ্বালানি সরবরাহ বজায় রাখার বিষয়েও নজর দিচ্ছে।

ভারত বরাবরই এই সংঘাতের ক্ষেত্রে উত্তেজনা হ্রাস, সংযম, সংলাপ ও কূটনীতির পথেই সমাধানের আহ্বান জানিয়ে আসছে।

‘ওদের জন্য মাখন, আমাদের জন্য চুন ?’ বিমানবন্দর মর্যাদা নিয়ে কেন্দ্রকে প্রশ্ন কর্ণাটক মন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১১ মার্চ: তামিলনাড়ুর মাদুরাই বিমানবন্দর-কে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘোষণা করা হলেও কর্ণাটকের হুবলি বিমানবন্দর , বেলাগাভি বিমানবন্দর-কে একই মর্যাদা না দেওয়ায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তুললেন কর্ণাটকের অবকাঠামো উন্নয়নমন্ত্রী এম. বি. পাতিল।

বুধবার বেঙ্গালুরুতে তিনি বলেন, “ওদের জন্য মাখন, আর আমাদের জন্য চুনএটা কীভাবে হয়?” তাঁর অভিযোগ, এই সিদ্ধান্তে কর্ণাটকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী দাবি করেন, তামিলনাড়ুতে আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু কর্ণাটকের দীর্ঘদিনের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি জানান, ২০২৫ সালের ২৪ জুন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জরাপু-কে চিঠি লিখে হুব্বল্লি ও বেলাগাভি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল। এতে উত্তর কর্ণাটক অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ধারওয়াড়ের সাংসদ প্রহ্লাদ জোশী, বেলাগাভির সাংসদ জগদীশ শেট্টার এবং হাভেরির সাংসদ বাসভরাজ বোম্মাই-কে রাজ্যের স্বার্থে এই বিষয়টি জোরালোভাবে তোলার আহ্বান জানান পাতিল।

তিনি বলেন, অন্তত হুব্বল্লি বা বেলাগাভির মধ্যে একটি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়া উচিত। যদি দুটিকেই দেওয়া হয়, তাহলে তা আরও ভালো হবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১০ মার্চ তামিলনাড়ুর মাদুরাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করার অনুমোদন দেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পর্যটন, বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি

বিশ্রামগঞ্জ, ১১ মার্চ : টি.বি.এস.ই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এক ছাত্রী। তাকে দ্রুত বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা এলাকার বাসিন্দা ১৬ বছর বয়সী ছাত্রী দেবশ্রী দত্ত সোমবার পরীক্ষা চলাকালীন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দক্ষিণ চড়িলাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। বাংলা পরীক্ষার প্রায় এক ঘণ্টা দেওয়ার পরই পরীক্ষার হলের মধ্যেই হঠাৎ তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং হাত-পা শীতল হয়ে আসে। পরিস্থিতি বুঝে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দ্রুত তাকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।উল্লেখ্য, দেবশ্রী দত্ত চেছুড়িমাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং এবছর টি.বি.এস.ই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে।

ইরান যুদ্ধের প্রভাব: পাকিস্তানে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটারপিছু বাড়ল প্রায় ৫৫ টাকা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: ইরান-কে ঘিরে যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে পাকিস্তান-এর জ্বালানি বাজারে। দেশটিতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটারপিছু প্রায় ৫৫ টাকা বেড়ে গেছে বলে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

করাচিভিত্তিক সংবাদপত্র ব্যবসা রেকর্ডার-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের কারণে জাহাজ চলাচলের ব্যয় ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ায় পাকিস্তানকে বাধ্য হয়েই এই বাড়তি খরচ ভোক্তাদের উপর চাপাতে হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ৫৫ টাকার বৃদ্ধি হয়তো শুরু মাত্র। সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে পরিবহণ খরচ, খাদ্যদ্রব্যের দাম এবং ব্যবসার ব্যয় আরও বাড়বে, যার ফলে মূল্যস্ফীতি ত্বরান্বিত হতে পারে।রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে বৈশ্বিক জ্বালানি ধাক্কায় পাকিস্তান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, কারণ দেশের জ্বালানি ব্যবস্থা অনেকটাই আমদানিনির্ভর। নীতিগতভাবে এটি একটি বড় ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করা হয়েছে।যদিও পাকিস্তানের নিজস্ব জ্বালানি সম্পদের অভাব নেই। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, থর মরুভূমি অঞ্চলের কয়লা ভাণ্ডার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ লিগনাইট মজুত, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রায় ১ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

এছাড়া দেশে প্রায় ৬০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা রয়েছে, যার বড় অংশ এখনও ব্যবহার করা হয়নি। পাশাপাশি সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলে সৌর ও বায়ু শক্তিরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।তবু দেশটি নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর না করে আমদানিকৃত জ্বালানির উপর ভিত্তি করে জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য বড় কৌশলগত ভুল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৪-২৬ সময়কালে ৫৪,৬০০ কিমি রেললাইন নবীকরণ করেছে ভারতীয় রেল: বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে মোট ৫৪, ৬০০ কিলোমিটার রেললাইন নবীকরণ করেছে ভারতীয় রেলপথ। বুধবার লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ভারতীয় রেলের ৮০ শতাংশেরও বেশি নেটওয়ার্কে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার বা তার বেশি গতিতে ট্রেন চলতে পারে। ২০১৪ সালে এই হার ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ।

একই সময়ে ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার বা তার বেশি গতির উপযোগী রেললাইনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে তা ছিল ৬.৩ শতাংশ, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২.৪ শতাংশে।

বৈষ্ণব বলেন, রেললাইন উন্নয়ন ও নবীকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। লাইনের বয়স, ট্রাফিকের চাপ এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে এই কাজ করা হয়।

রেললাইনগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে দৈনিক টহল, পায়ে হেঁটে পরীক্ষা, ট্রলি পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ফুটপ্লেট বা রিয়ার উইন্ডো পরিদর্শন।

এছাড়া রেললাইনের গঠনগত অবস্থার মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর ট্র্যাক রেকর্ডিং কার এবং অসিলেশন মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

অন্যদিকে রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, রেল অবকাঠামো ও প্রযুক্তি আরও শক্তিশালী করতে প্রায় ৭৬৫ কোটি টাকার একাধিক আধুনিকীকরণ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ ঘনত্বের মাল ও যাত্রী করিডরে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন ব্যবস্থা উন্নত করা এবং পশ্চিম রেলের পশ্চিম রেলওয়ে-এর ভদোদরা ও মুম্বাই সেন্ট্রাল ডিভিশনে অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।

ইরান যুদ্ধের জেরে বড় অর্থনৈতিক ধাক্কার মুখে বাংলাদেশ: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: জ্জন্খদ্র-কে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল-এর সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বড় অর্থনৈতিক ধাক্কার মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। ঢাকাভিত্তিক দৈনিক-এর এক প্রতিবেদনে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এই সংঘাতের জেরে একাধিক সমস্যার শৃঙ্খল তৈরি হতে পারেজ্বালানির দাম বৃদ্ধি, বাণিজ্য প্রবাহে বাধা, রপ্তানি প্রতিযোগিতায় দুর্বলতা, প্রবাসী শ্রমবাজারে অনিশ্চয়তা, রেমিট্যান্স কমে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর বাড়তি চাপ।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা দফতরের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেছেন, এই যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূলত তিনটি পথে পড়তে পারেজ্বালানি, ডলার এবং বাণিজ্য ও অর্থায়ন খাতের মাধ্যমে। তাঁর মতে, এই ধাক্কা সাময়িক ঝড় নয়, বরং ভূমিকম্পের মতো বড় আকারের হতে পারে।

সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে বিশ্ব তেলের বাজারে। যুদ্ধ শুরুর আগে যেখানে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৭২ ডলার ছিল, তা বেড়ে এখন প্রায় ৮৮ ডলারে পৌঁছেছে এবং একসময় চার বছরের সর্বোচ্চ ১১৯ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল।

এই পরিস্থিতিতে বড় বড় শিপিং সংস্থাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে কার্গো বুকিং সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে, যার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যেও প্রভাব পড়তে পারে।

বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে আমদানি করা জ্বালানির উপর নির্ভরশীলকাঁচা তেল থেকে শুরু করে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি পর্যন্ত। ফলে তেলের দাম বাড়লে দেশের জ্বালানি আমদানির খরচ দ্রুত বেড়ে যাবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, আতঙ্কে জ্বালানি কেনার প্রবণতা বাড়ায় ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে এবং জ্বালানি রেশনিং চালু করেছে।

জ্বালানির দাম বাড়লে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ এবং শিল্প উৎপাদনের খরচও বাড়বে। এতে সরকারকে হয় বেশি ভর্তুকি দিতে হবে, নয়তো জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হবেদুই ক্ষেত্রেই অর্থনীতির উপর চাপ বাড়বে।

বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি রয়েছে। তেলের দাম বাড়লে পরিবহণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার খরচ বাড়বে, যার ফলে খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম আরও বাড়তে পারে।

এছাড়া জ্বালানি আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়লে দেশের রিজার্ভের উপর চাপ পড়বে এবং টাকার মান কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে।

আরেকটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক। ২০২৫ অর্থবর্ষ থেকে প্রায় ৮৬ লক্ষ বাংলাদেশি বিদেশে কাজ করতে গেছেন, যার প্রায় অর্ধেকই সৌদি আরব-তে কর্মরত। সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যার ফলে প্রবাসী শ্রমিকদের চাকরি ও রেমিট্যান্স প্রবাহে ধাক্কা লাগতে পারে।

ধর্মনগরে নাথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

ধর্মনগর, ১১ মার্চ : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে আগামী ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নাথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। এই উপলক্ষে সোমবার ধর্মনগরের মিশন রোডে রাজু দাসের বাসভবনে অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নাথ মিশনের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রণব কুমার নাথ, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি প্রণয় নাথসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। তারা জানান, নাথ সমাজের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্মেলন উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, যোগাসন প্রদর্শনী, গুণীজন সংবর্ধনা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।এছাড়াও নাথ যোগী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাবি-দাওয়াও তুলে ধরেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

কোচিতে ধীবর সভার সুবর্ণজয়ন্তীতে জেলেদের প্রশংসা মোদীর, মৎস্য খাতে কেন্দ্রের উদ্যোগের উল্লেখ

কোচি, ১১ মার্চ: কেরলের জেলে সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বার্তা দিয়ে বুধবার কোচিতে কেরালা ধীবর সভা-র সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জেলে সমাজের উন্নয়নে সংগঠনের অবদানের প্রশংসা করেন তিনি এবং মৎস্য খাতকে শক্তিশালী করতে কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী এদিন কয়েক ঘণ্টার সফরে কোচি-তে রয়েছেন এবং এটিই ছিল দিনের প্রথম কর্মসূচি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশাল জনসমাবেশের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নিরলস কাজ করা এই সংগঠনের ৫০ বছর পূর্তি একটি “ঐতিহাসিক দিন”।

সংগঠনের সভাপতি ভি. দিনাকরণ মন্তব্য করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী জেলে সম্প্রদায়কে আশীর্বাদ করতে এসেছেন। এর জবাবে মোদী বলেন, তিনি আসলে তাঁদের আশীর্বাদ নিতে এসেছেন।

দুইবারের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক দিনাকরণ গত বছর বিজেপিতে যোগ দেন এবং বর্তমানে সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন। এই সংগঠন কেরলের প্রায় ২৫ লক্ষ জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং রাজ্যের প্রায় ৪৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উপকূলীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষায় জেলে সম্প্রদায়ের গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। জলাশয়কে ‘মা প্রকৃতি’র অংশ হিসেবে সম্মান করার যে সংস্কৃতি, তা তাদের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আধ্যাত্মিক নেত্রী মাতা অমৃতানন্দময়ী-র মানবিক কাজেরও প্রশংসা করেন।

কেরলে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সময় বহু জেলে বিপদগ্রস্ত মানুষদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের সাহস ও সেবার জন্য দেশ চিরঋণী।

মৎস্য খাতে কেন্দ্রের উদ্যোগের প্রসঙ্গে তিনি জানান, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকারের আমলে ‘ব্লু ইকোনমি’কে শক্তিশালী করতে আলাদা মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কেরলের জেলে সম্প্রদায়ের জন্য প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।এছাড়া মৎস্য খাতে জাতীয় মৎস্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা, মাছ ধরার নৌকায় স্যাটেলাইটভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা, হাজার হাজার ট্রান্সপন্ডার স্থাপন এবং কেরলে ৯টি আধুনিক সমন্বিত উপকূলীয় গ্রাম গড়ে তোলার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, কেন্দ্রের অর্থায়নে মাছ ধরার বন্দর আধুনিকীকরণ এবং বরফ কারখানার মতো পরিকাঠামোও তৈরি করা হচ্ছে।

মোদীর কথায়, মৎস্য খাত আর শুধু ঐতিহ্যগত শিল্প নয়, এখন এতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যবহার বাড়ছে। সাগর মিত্র-র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের সুফল জেলে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

অনুষ্ঠানে বিপুল উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ধীবর সভার শক্তি আজ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই সম্প্রদায় কেরলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ইউনাইটেড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল তছরুপ মামলায় ১.৪৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

কোচি, ১১ মার্চ: কেরালায় ইউনাইটেড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (ইউএনএ)-এর তহবিল তছরুপ মামলায় প্রায় ১.৪৪ কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ইডির কোচি জোনাল অফিস ৯ মার্চ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর অধীনে এই পদক্ষেপ নেয়। মামলাটি ইউএনএ-র প্রাক্তন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভাপতি জেসমিনশা এম-কে কেন্দ্র করে।

এই তদন্ত শুরু হয় ত্রিশুর-এর ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআরের ভিত্তিতে। পরে থ্রিসুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জাসমিনশা, তাঁর স্ত্রী শাবনা এম. . এবং সংগঠনের আরও কয়েকজন পদাধিকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি এবং প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

ইডির তদন্তে জানা গেছে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে থ্রিসুরে ইউএনএ-র জাতীয় সভাপতি থাকাকালীন জাসমিনশা তাঁর স্ত্রী ও সংগঠনের কয়েকজন পদাধিকারীর সঙ্গে মিলে সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা ও সংগঠনের তহবিল আত্মসাৎ করেন।

তদন্তে আরও জানা যায়, নগদ উত্তোলন, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর এবং ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে সংগঠনের তহবিল সরানো হয়েছিল। পরে সেই অর্থ ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে গাড়ি ও ফ্ল্যাটের ইএমআই দেওয়াও ছিল।

এছাড়া লেনদেনগুলিকে বৈধ দেখানোর জন্য কমিটির বৈঠকের জাল কার্যবিবরণীও তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

ইডি জানিয়েছে, অপরাধজনিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১.৪৪ কোটি টাকা। এই অর্থের বড় অংশ নগদে তোলা বা অন্য মাধ্যমে লুকিয়ে ফেলা হওয়ায় সমমূল্যের সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে পাঁচটি স্থাবর সম্পত্তি এবং চারটি স্থায়ী আমানত বা অন্যান্য চল সম্পদ। এগুলি মালাপ্পুরম, পালাক্কাদ, থ্রিসুর এবং ইদুক্কি জেলায় অবস্থিত জমি ও একটি আবাসিক ফ্ল্যাটসহ বিভিন্ন সম্পত্তি।ইডি জানিয়েছে, এই মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

দৃষ্টিহীনদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মহাকরণে ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রাসায়নিকের কারণে বাজারের সবজিতে ভয় ! বাড়িতেই ফলন করুন এভাবে

অনেকেই ভাবেন, গাছ মানেই তো নার্সারি থেকে চারা আনতে হবে। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের হাতেই দিয়ে রেখেছে অফুরন্ত সুযোগ। বাজার থেকে লেটুস বা ধনেপাতা কিনে এনে রান্নার পর নিচের শিকড়সহ অংশটুকু সাধারণত সকলেই ফেলে দেন। ঠিক সেখানেই লুকিয়ে আছে প্রাণ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বহু সবজি নিজেদের কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কাটা অংশ থেকেই পুনরায় শিকড় গজাতে সক্ষম। রান্নাঘরের ঝুড়িতে পড়ে থাকা আধখাওয়া সবজি বা খোসা কি আপনি আবর্জনা ভেবে ফেলে দেন? যদি বলি, ওই ফেলে দেওয়া অংশগুলো থেকেই আপনার বারান্দায় বা ছাদে ফলতে পারে টাটকা সবজি? শুনতে অবাক লাগলেও, বীজ ছাড়াই সবজি চাষের এই অভিনব পদ্ধতি এখন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। একে বলা হয় 'রি-গ্রোইং' বা পুনরুৎপাদন। বাজার থেকে চারা বা বীজ কেনার ঝামেলা এড়িয়েই নিজের পছন্দের বাগান সাজিয়ে তুলুন। রাসায়নিক মেশানো সবজি না খেয়ে খান নিজের বাগানের টাটকা সবজি। অনেকেই ভাবেন, গাছ মানেই তো নার্সারি থেকে চারা আনতে হবে। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের হাতেই দিয়ে রেখেছে অফুরন্ত সুযোগ। বাজার থেকে লেটুস বা ধনেপাতা কিনে এনে রান্নার পর নিচের শিকড়সহ অংশটুকু সাধারণত সকলেই ফেলে দেন। ঠিক সেখানেই লুকিয়ে আছে প্রাণ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বহু সবজি নিজেদের কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কাটা অংশ থেকেই পুনরায় শিকড় গজাতে সক্ষম।

কীভাবে শুরু করবেন?

পেঁয়াজ ও রসুন: বাড়িতে রাখা পেঁয়াজে কলি বেরিয়ে গিয়েছে? ফেলে না দিয়ে ওই পেঁয়াজটি সামান্য মাটিতে পুঁতে দিন। কিছুদিনেই মিলবে টাটকা পেঁয়াজ পাতা। রসুনের ক্ষেত্রেও একইএকটি কোয়া আলাদা করে মাটিতে বসিয়ে দিলেই কেল্লাফতে! গাজর ও বিট: গাজরের ওপরের দিকের গোল অংশটি (যেখানে পাতার গোড়া থাকে) আধ ইঞ্চি পরিমাণে কেটে একটি অগভীর পাত্রে জল দিয়ে রাখুন। জানলার ধারে রোদে রাখলে দেখবেন কয়েক দিনেই কচি সবুজ পাতা বেরোচ্ছে। তবে মনে রাখবেন, এতে গাজর হবে না, কিন্তু অত্যন্ত পুষ্টিকর গাজর পাতা পাবেন যা স্যালাড বা রান্নায় দারুণ লাগে।

পুদিনা ও ধনেপাতা: বাজারের পুদিনা পাতার ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ডালটি এক গ্লাস জলে ডুবিয়ে রাখুন। এক সপ্তাহের মধ্যেই সাদা সাদা শিকড় বেরোবে। এরপর সেটি টবে বসিয়ে দিলেই আপনার নিজস্ব পুদিনা গাছ তৈরি।

আদা ও হলুদ: রান্নার আদার গায়ে যদি ছোট ছোট 'চোখ' বা কুঁড়ি দেখা যায়, তবে সেটি ছোট টুকরো করে মাটিতে পুঁতে দিন। মাটি যেন খুব ভিজে না থাকে, সেদিকে নজর রাখবেন। কয়েক মাসের মধ্যেই নিচের দিকে নতুন আদা জমতে শুরু করবে।

যত্ন নেওয়ার কিছু জরুরি টিপস

তবে এই পদ্ধতিতে চাষ করতে গেলে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমত, যদি জলে শিকড় গজাতে চান, তবে প্রতিদিন জল পাল্টানো বাধ্যতামূলক। বাসি জলে ছত্রাক জন্মানোর ভয় থাকে। দ্বিতীয়ত, গাছ যখন একটু বড় হবে এবং শিকড় শক্ত হবে, তখন তাকে সঠিক পুষ্টিসমৃদ্ধ মাটিতে স্থানান্তরিত করতে হবে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, এই পদ্ধতি কেবল পকেট সাশ্রয় করে না, বরং ঘরোয়া বর্জ্য বা 'কিচেন ওয়েস্ট' কমাতেও সাহায্য করে। নিজের হাতে ফলানো রাসায়নিকমুক্ত সবজির স্বাদই হবে আলাদা।

ঘরে ঘরে মাথাব্যথা, চোখে ব্যথা এবং ঘাড় ব্যথা কিসের ইঙ্গিত

সানজানা চৌধুরী

'টানা তিন দিন ধরে ভয়ংকর মাথাব্যথা। চোখের চারপাশে চাপ আর ঘাড়ে টান। কোন কাজ করতে পারছি না। মাথার ভেতর কেমন একটা অস্থিরতা কাজ করে,' বলছিলেন তিনি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, দেবাশিশ জানিয়েছেন তার রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে, ঘুমও ঠিকঠাক হচ্ছে, তবু ব্যথা কমছে না। এরপর দেখলাম, আমার স্ত্রীরও একই উপসর্গ শুরু হয়েছে। তখনই মনে হলো, বিষয়টা হয়তো ভাইরাসজনিত।' দেবাশিশ একা নন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসকদের চেম্বারে প্রতিদিনই এমন উপসর্গ নিয়ে ভিড় করছেন নানা বয়সী মানুষ।

নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডা. জোনায়েদ রহিম বলছেন, গত কিছুদিন ধরেই তিনি মাথা, ঘাড় আর চোখ ব্যথার সমস্যা নিয়ে রোগী পাচ্ছেন বেশি। 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা ভাইরাসজনিত সংক্রমণের উপসর্গ। তবে এবারের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনেক রোগী খুব বেশি জ্বর নিয়ে আসছেন, যেটা কোভিডের শুরুর দিকটায় ছিলো। সেইসাথে রোগীরা মাথা, ঘাড় আর চোখ ব্যথার কথাও বলছেন,' বলছিলেন মি. রহিম। এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা রোগীর অবস্থা বুঝে যেমন জ্বর হলে প্যারাসিটামল, অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে অ্যান্টিহিস্টামিন এবং জ্বর ৪/৫ দিনের বেশি হলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসস্ক্রাইব করছেন। জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর- এর সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোনালিসা বলছেন, মাথা, চোখ আর ঘাড় ব্যথা ভাইরাল জ্বরের পরিচিত উপসর্গ। 'এটা একেবারে নতুন কিছু নয়,' বলছিলেন তিনি। এই সময়টায় বাতাসে আরএসভি বা রেসপিরেটরি সিনসিশিয়াল ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ে। এই ভাইরাস সরাসরি শ্বাসতন্ত্রে আঘাত করে। উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় মাথাব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, চোখে ব্যথা, গলা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া আর জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা, রাইনোভাইরাস বা অ্যাডিনোভাইরাস সবই আরএসভি এর বিভিন্ন ধরন। ইনফ্লুয়েঞ্জা সাধারণত মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেশি দেখা যায়। অন্য ভাইরাসগুলো নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সক্রিয় থাকে।

তবে এখন হঠাৎ করে এই উপসর্গগুলো বেড়ে যাওয়ার পেছনে ভাইরাসের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার বলে মনে করেন ডা. মোনালিসা। 'ভাইরাস সংক্রমণে একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম উপসর্গ দেখা দেয়। কারও শুধু জ্বর হয়, কারও মাথা বা ঘাড় ব্যথা। এগুলো সাধারণ উপসর্গের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু ভাইরাসে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া বলা যাবে না,' বলেন তিনি।

ঋতু বদলের ফাঁদ শীত ও বসন্তের সন্ধিক্ষণে ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টা বরাবরই একটু গোলমেলে। দিনে রোদের গরম, আবার রাত বা ভোরে ঠান্ডা বাতাস।

বৃষ্টি না হওয়ায় বাতাসে ধুলোবালি, পরাগরেণু আর জীবাণুর বেড়ে যাওয়ার কারণে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দ্রুত আবহাওয়ার পরিবর্তন ও শুষ্কতা ভাইরাসজনিত সংক্রমণের আদর্শ পরিবেশ। এই মৌসুমে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা কমে যেতে যাওয়ায় ভাইরাস সহজেই কাবু করতে পারে। আবার রোদের তীব্রতা কম থাকায় শরীরের অনেক ক্ষেত্রে ভিটামিন "ডি" এর পরিমাণ হ্রাস পায়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে এবং গায়ে ব্যথা করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইএনটি কেয়ার সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, হঠাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তন, বাতাসের চাপ কমে যাওয়া আর শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে নাক ও শ্বাসতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বেড়ে গিয়ে ঠান্ডা লাগা ও সাইনাসের প্রদাহ বেড়ে যায়। এর ফল হিসেবেই দেখা দেয় মাথাব্যথা, চোখ ব্যথা আর ঘাড় ব্যথা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঠান্ডা আবহাওয়ায় মাথার ভেতরের রক্তনালিগুলো হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়। আবার গরমে সেগুলো প্রসারিত হয়।

এই বারবার সঙ্কোচন আর প্রসারণ মাথার ভেতরে চাপ তৈরি করে। সঙ্গে পেশির টান বাড়ে। ফলাফল কপাল, কানের পাশ বা চোখের ওপরে টনটনে ব্যথা। নাক বন্ধ হয়ে গেলে সমস্যাটা আরও বাড়ে। ঠান্ডা লেগে সাইনাসের নালিগুলো

বন্ধ হয়ে গেলে কপাল আর চোখের চারপাশে চাপ তৈরি হয়। এটাকেই বলা হয় ''সাইনাস হেডেক''। যাদের আগে থেকেই মাইগ্রেন বা ক্রনিক মাথাব্যথার ইতিহাস আছে, তাদের জন্য এই সময়টা আরও কষ্টকর।

শরীরের ভেতরের গল্প

এই মৌসুমের শুষ্ক বাতাসে শরীর দ্রুত জলশূন্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া শীতে তৃষ্ণা কম লাগে, ফলে পানি খাওয়াও কমে যায়। চিকিৎসকদের মতে, ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। এদিকে ঠান্ডার প্রভাবে ঘাড় আর কাঁধের পেশি শক্ত হয়ে যায়। সেই শক্ত পেশি থেকেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে মাথার দিকে। অনেক সময় ব্যথা শুরু হওয়ার পরেই মানুষ টের পায়, ঘাড় আর কাঁধ কতটা শক্ত হয়ে আছে। শুধু পেশি নয়, ভাইরাস সংক্রমণ সরাসরি ঘাড়ের মাংসপেশিকে টাইট করে দিতে পারে। ঘাড়ে থাকা লিম্ফ নোড বা গ্রন্থিগুলো শীতে ফুলে যায়। এই ফোলা লিম্ফ নোড ঘাড়কে শক্ত করে ফেলে, এতে ব্যথা হয়।

ঠান্ডার কারণে শরীরের টিস্যুগুলো ফুলে নিজের জায়গা থেকে অল্প অল্প ছড়াতে থাকে এবং নার্ভে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ব্যথা হয়।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করছেন বিশেষজ্ঞরা, তা হলো রাইনোভাইরাস। এই ভাইরাস শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। মানুষের স্বাভাবিক শরীরের তাপমাত্রা সাধারণত ৯৭ থেকে ৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট। শীতল আবহাওয়ায় এই ভাইরাস বেশি সক্রিয় হয়, ফলে ঠান্ডা লাগার ঝুঁকি বাড়ে। শুষ্ক আবহাওয়ায় নাক আর সাইনাসের ভেতরটা শুকিয়ে গিয়ে চাপ তৈরি হয়। তখন চোখের পেছনে ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করে।

একেক জনের একেক কারণ

মাথাব্যথা, চোখের কোটরের চারপাশে ব্যথা বা ঘাড়ে ব্যথার কারণ সবার ক্ষেত্রে একরকম নয়। কারও মাথার চারপাশে বেল্টের মতো চাপ লাগে, কারও আবার হঠাৎ করে তীব্র খোঁচা দেয়। কারা আলো বা শব্দ অসহ্য লাগে, কারও ক্ষেত্রে ঘাড় থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে ব্যথা মাথায় উঠে আসে।

অনেক সময় ব্যথা শুরু হওয়ার পরেই টের পাওয়া যায়, ঘাড় ও শরীর কতটা শক্ত হয়ে আছে।

অনেকেই দিনের পর দিন একই ভঙ্গিতে মোবাইল বা ল্যাপটপ ব্যবহার করেন। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখলে ঘাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এই "টেক্সট নেক" সমস্যা শীত ও এর পরবর্তী সময়ে আরও প্রকট হয় বলে জানান ফিজিওথেরাপিস্টরা।

এর সঙ্গে যোগ হয় ঘুমের অনিয়ম। ঠিকমতো না ঘুমালে মাইগ্রেনের ঝুঁকি বাড়ে, যা ঘাড় ব্যথারও কারণ হতে পারে। ভাইরাসের প্রকোপে যেমন চোখ ব্যথা হয় তেমনি চোখের পাওয়ারে তারতম্য হলে বা চোখে প্রেশার পড়লেও চোখের কোটর ব্যথা করতে পারে। কারা বেশি ঝুঁকিতে? চিকিৎসকদের মতে, এই সময়ে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু এবং ৫৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষ। এছাড়া যাদের আগে থেকেই হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ তুলনামূলক বেশি জটিল হতে পারে। এর বাইরে ঋতু পরিবর্তনের সময় ভাইরাস সংক্রমণকে খুব অস্বাভাবিক বলেও মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা।

ডা. মোনালিসা একটা পরিচিত মেডিকেল রসিকতার কথা মনে করিয়ে দেন, 'ফ্লু হলে ওষুধ খেলে এক সপ্তাহ, না খেলেও সাত দিন। এর মানে এসব সংক্রমণ নিজে থেকেই সেরে যায়।' তবে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর মানুষদের অবশ্যই বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি। সুস্থ থাকতে সহজ কিছু অভ্যাস এই সময় মাথা, ঘাড় আর চোখের ব্যথা কমাতে বড় কোনো চিকিৎসার দরকার নাও হতে পারে। ছোট কিছু অভ্যাসই আরাম দিতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এক্ষেত্রে তারা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন: আবহাওয়া ঠান্ডা হলে বাইরে বেরোনোর সময় মাথা, কান আর কপাল ঢেকে রাখা জরুরি। শরীর যাতে ঘেমে ঠান্ডা বসে না যায়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। ঘাম হলে বারবার মুছে ফেলতে হবে। জল খাওয়ার কথা ভুলে গেলে চলবে না। তৃষ্ণা কম লাগলেও শরীরের পানির চাহিদা কমে না। গরম জল, ভেষজ চা বা হালকা স্যুপ উপকারী হতে পারে। ঘাড় ব্যথা করলে গরম তোয়ালে ঘাড়ের পেছনে রাখলে পেশি ঢিলে হয়। কপালে হালকা ঠান্ডা কাপড় দিলে ব্যথার তীব্রতা কিছুটা কমে। ধীরে ধীরে ঘাড় আর কাঁধ ঘোরানোর ব্যায়ামও উপকার দেয়। ফিজিওথেরাপিস্টদের মতে, নিয়মিত এক্সারসাইজ শীতকালে ঘাড় ব্যথা প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম রক্তসঞ্চালন বাড়ায়, পেশি ব্যথা কমায়। প্রয়োজনে ইলেকট্রোথেরাপি বা ম্যানুয়াল থেরাপিও নেওয়া যেতে পারে। ঘরের বাতাস খুব শুকনো হলে সাইনাসে চাপ বাড়ে। এজন্য ঘরে পানিভর্তি পাত্র বা হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করলে ভালো। পড়াশোনা বা স্ক্রিনে কাজ করার সময় আলো ঠিক রাখাও জরুরি নইলে চোখে বাড়তি চাপ পড়ে। একই ভঙ্গিতে দীর্ঘ সময় বসে কাজ করা যাবে না। কিছুক্ষণ পরপর ভঙ্গি বদলাতে হবে। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে মোবাইল দেখার অভ্যাস কমানোই ভালো। কেননা এতে ঘাড়ে অনেক চাপ পড়ে। সঠিক নিয়মে ঘুমানোও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনিয়মিত ঘুম মাইগ্রেন আর ঘাড় ব্যথার ঝুঁকি বাড়ায়। এখনকার ভাইরাস বেশ সংক্রামক হওয়ায় হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা, ব্যবহৃত জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখা, এই পরিচিত স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া ধুলোবালি থেকে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া আর প্রয়োজনে কুসুম গরম জলের ভাপ নেওয়ার পরামর্শও দিচ্ছেন তারা। ঘরে ঘরে মাথাব্যথা আর ঘাড় ব্যথার এই গল্প আসলে শরীর আর পরিবেশের এক যৌথ সংকেত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ডা মোনালিসা। ঋতু বদলের এই সময়টায় শরীর একটু বেশি যত্ন চায়। ছোট উপসর্গগুলোকে অবহেলা না করে, আবার অকারণ আতঙ্কেও না ভুগে সচেতন থাকাই এখন সবচেয়ে বড় ওষুধ বলে তাদের মত।

তামার পাত্রে জল খাচ্ছেন? আপনার শরীরে কী কী ঘটছে জানেন তো?

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, তামার প্রকৃতি হল ''উষ্ণ'' এবং ''তীক্ষ্ণ''। এটি শরীরের হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করলেও শরীরের ''পিত্ত দোষ'' বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যাঁদের শরীর এমনিতেই একটু গরম প্রকৃতির বা যাঁদের পিত্তের সমস্যা আছে, তাঁদের জন্য তামার পাত্রের জল হিতে বিপরীত হতে পারে।

জলই জীবন। কিন্তু সেই জল কোন পাত্রে রেখে খাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করছে আপনার সুস্থতা। বর্তমানে স্বাস্থ্য সচেতনরা তামার পাত্রে বা কপার বোতলে জল খাওয়াকেই নিরাপদ মনে করছেন। আয়ুর্বেদ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান- সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে তামার পাত্রে জল রাখা উপকারী। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। সবার শরীরের জন্য তামার পাত্রের জল মোটেই অমৃত নয়, বরং কারও কারও ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠতে পারে বিষের সমান। আপনি কি জানেন, আপনার অজান্তেই এই অভ্যাস আপনার লিভার বা কিডনির ক্ষতি করছে কি না?

তামার জল কি সবার জন্য?

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, তামার প্রকৃতি হল 'উষ্ণ' এবং 'তীক্ষ্ণ'। এটি শরীরের হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করলেও শরীরের 'পিত্ত দোষ' বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যাঁদের শরীর এমনিতেই একটু গরম প্রকৃতির বা যাঁদের পিত্তের সমস্যা আছে, তাঁদের জন্য তামার পাত্রের জল হিতে বিপরীত হতে পারে। কাদের জন্য এই জল এড়িয়ে চলাই মঙ্গল?

অ্যাসিডিটির সমস্যা: আপনার যদি ঘনঘন অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালা বা পেটে জ্বালাপোড়া হওয়ার ধাত থাকে, তবে তামার জল থেকে দূরে থাকাই ভালো। এমনকি ত্বকের র‍্যাশ বা নাক দিয়ে রক্ত পড়ার সমস্যা থাকলেও এটি এড়িয়ে চলুন।

লিভার ও কিডনির সমস্যা: চিকিৎসকদের মতে, যাঁদের লিভার বা কিডনিজনিত রোগ রয়েছে, তাঁদের শরীরে তামা বা কপার জমতে শুরু করলে তা সহজে বের হতে পারে না। ফলে শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর ওপর বাড়তি চাপ পড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে তা বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ: অতিরিক্ত কপার শরীরে রক্তে শর্করার ভারসাম্য বিঘ্নিত করতে পারে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকারক।

ছোট শিশু: শিশুদের পাচনতন্ত্র অত্যন্ত সংবেদনশীল। খালি পেটে তামার পাত্রের জল দেওয়া তাদের জন্য খারাপ হতে পারে। সঠিক নিয়মটি কী? তামার পাত্রে জল খাওয়ার যেমন উপকার আছে, তেমনি তার সঠিক পদ্ধতিটাও জানা জরুরি। জল অন্তত ৮ ঘণ্টা তামার পাত্রে রাখা উচিত, তবে ১২ ঘণ্টার বেশি নয়। টানা তিন মাস তামার জল খাওয়ার পর অন্তত এক মাস বিরতি দেওয়া প্রয়োজন। এতে শরীরে অতিরিক্ত কপার বা তামা জমার সুযোগ পায় না। তাই আপনার শরীরের ধাত বুঝে তবেই জলের পাত্র বাছুন।

মাঝরাতে খিদে? হতে পারে ভয়ঙ্কর সমস্যার লক্ষণ

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাঝরাতে যারা খেতে ওঠেন, তারা সাধারণত প্রোটিন বা সবজি নয়, বরং কার্বোহাইড্রেট বা চিনিযুক্ত খাবারের দিকেই বেশি ঝোঁকেন। এর পিছনে রয়েছে এক অদ্ভুত কারণ।

আমাদের শরীরে সেরোটোনিন নামক একটি 'ফিল গুড' হরমোন থাকে।

রাত বারোটা কি একটা। বাড়ির সবাই ঘুমে কাদা। অথচ আপনার চোখের পাতা কিছুতেই এক হচ্ছে না। খিদের চোটে পেটে হচ্ছে এক অদ্ভুত অস্বস্তি। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে একবাটি আইসক্রিম বা এক প্যাকেট চিপস না খেলে শান্তির ঘুম কিছুতেই আসবে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, এটা আপনার পেটের খিদে নয়, বরং আপনার 'মস্তিষ্কের খিদে'। গবেষকদের মতে, এটি এক ধরণের ইটিং ডিসঅর্ডার, যা অনেক সময় ডিপ্রেশন বা উদ্বেগের কারণে হয়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাঝরাতে যারা খেতে ওঠেন, তারা সাধারণত প্রোটিন বা সবজি নয়, বরং কার্বোহাইড্রেট বা চিনিযুক্ত খাবারের দিকেই বেশি ঝোঁকেন। এর পিছনে রয়েছে এক অদ্ভুত কারণ।

আমাদের শরীরে সেরোটোনিন নামক একটি 'ফিল গুড' হরমোন থাকে। চিনি বা কার্বোহাইড্রেট খেলে এই হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে, যা সাময়িকভাবে মনকে শান্ত করে এবং ঘুম আসতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, শরীর আসলে খাবারের মাধ্যমে নিজেকে 'সেলফ-মেডিকেট' করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই সাময়িক শান্তি ডেকে আনছে দীর্ঘমেয়াদী বিপদ।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব 'ডিউটি টাইম' আছে। লিভার এবং প্যানক্রিয়াস রাতে বিশ্রামের প্রস্তুতি নেয়। হার্ভার্ডের এক গবেষণা জানাচ্ছে, মাঝরাতে খাবার খেলে রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। প্যানক্রিয়াস যখন বিশ্রামের বদলে কাজ করতে বাধ্য হয়, তখন শরীরের ইনসুলিন সেনসিটিভিটি কমতে থাকে। ফলস্বরূপ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার তীব্র সম্ভাবনা থাকে। শুধু তাই নয়, এর ফলে লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমে 'ফ্যাটি লিভার'-এর ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল মেলাটোনিন। এটি আমাদের ঘুমের জন্য দায়ী। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে, যাদের শরীরে মেলাটোনিনের অভাব থাকে, তাদের রাত জাগার প্রবণতা বেশি এবং রাত জাগলেই ঘেরলিন (খিদের হরমোন) সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কী করবেন? কীভাবে পাবেন মুক্তি?

প্রোটিন-যুক্ত ডিনার: ডিনারে পর্যাপ্ত প্রোটিন ও ফাইবার থাকলে তা রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে এবং মাঝরাতে হরমোনের ভারসাম্য ঠিক থাকে।

স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ: মোবাইল বা ল্যাপটপের নীল আলো মেলাটোনিন কমিয়ে দেয়। ফলে ঘুম আসে না এবং খিদে বাড়ে। ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে গ্যাজেট থেকে দূরে থাকুন।

জল পান: অনেক সময় শরীর জলতেষ্টাকে খিদের সংকেত হিসেবে ভুল করে। মাঝরাতে খিদে পেলে আগে এক গ্লাস জল খেয়ে দেখুন, ১৫ মিনিট পর খিদে চলে যাবে।

রান্নার গ্যাস, সিএনজি এবং পিএনজির বর্ধিত মূল্য অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে এসইউসিআই'র বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

মহারাষ্ট্রে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান, ১৪টি মামলায় এমসিওসিএ প্রয়োগ

মুম্বই, ১১ মার্চ: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান শুরু করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে রাজ্যে মাদক চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে বুধবার জানালেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যোগেশ কদম।

রাজ্য বিধান পরিষদে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি জানান, মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ১৪টি পৃথক মামলায় ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন (এমসিওসিএ) প্রয়োগ করা হয়েছে।

বিধান পরিষদের সদস্য শশীকান্ত শিন্ডে-এর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, মাদক তৈরির কারখানা থেকে শুরু করে রাস্তায় বিক্রি করা পর্যন্ত পুরো সরবরাহ চক্র ভেঙে দিতে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

সরকার শুধু মাদক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধেই নয়, কাঁচামাল সরবরাহকারী বা মাদক চক্রকে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে সাহায্যকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও এমসিওসিএর অধীনে মামলা করছে।

মন্ত্রী জানান, সাতারা জেলার জাওয়ালি তালুকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ইতিমধ্যে ১১ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই এমসিওসিএ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ এলাকায় পরিত্যক্ত কারখানা বা শেডে মাদক তৈরির ইউনিট গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ এবং মহারাষ্ট্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (এমআইডিসি) যৌথভাবে বিভিন্ন শিল্প এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রী শম্ভুরাজ দেশাই জানান, চন্দ্রপুর জেলায় কয়লা পরিবহণের কারণে দূষণ, অতিরিক্ত বোঝাই গাড়ি এবং রাস্তার খারাপ অবস্থার মতো সমস্যাগুলি নিয়ে শীঘ্রই পরিবেশ, পরিবহণ ও স্বরাষ্ট্র দফতরের যৌথ বৈঠক হবে।

তিনি জানান, অতিরিক্ত বোঝাই কয়লা পরিবহণ বন্ধ করতে পুলিশ ট্রাফিক শাখা ও পরিবহণ দফতরকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়লা বহনকারী গাড়িতে উন্নত মানের কভার বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।এছাড়া রাস্তার ধুলো কমাতে জল ছিটানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং জেলা খনিজ তহবিলের অর্থে রাস্তা সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

অখিল গগৈয়ের সঙ্গে জোট গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ: গৌরব গগৈ

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও রায়জোড় দল-এর মধ্যে নির্বাচনী জোট গড়ার আন্তরিক চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি বলে বুধবার জানালেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গৌরব গগৈ।

সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, অসমের মানুষের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনে লড়ার লক্ষ্যে কংগ্রেস রাইজর দলের সঙ্গে জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল।

গৌরব গগৈ বলেন, "অসমের মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা রাইজর দলের সঙ্গে জোট গড়তে চেয়েছিলাম, যাতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।"

তবে তিনি জানান, একাধিক বৈঠক ও আলোচনার পরও দুই পক্ষের মধ্যে এমন কোনও পরিবেশ তৈরি হয়নি, যা জোট গঠনের জন্য সহায়ক হতে পারত।

তার মতে, নির্বাচনী জোটের মূল লক্ষ্য হল আসন জয়ের বাস্তব সম্ভাবনা বাড়ানো এবং ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী শক্তিকে আরও শক্তিশালী করা।

গৌরব গগৈ বলেন, এই নীতিকে সামনে রেখে আসন ভাগাভাগির আলোচনা নমনীয় ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত জোটের কাঠামো নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ফলে আপাতত রাইজর দলের সঙ্গে জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় সাময়িক বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

এর আগে রাইজর দলের সভাপতি ও শিবসাগর-এর বিধায়ক অখিল গগৈ-ও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে দুই দলের আলোচনায় এখনও চূড়ান্ত কোনও সমঝোতা হয়নি।

তিনি বলেন, বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে তাঁর দল আগ্রহী থাকলেও আসন ভাগাভাগি ও রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে মতভেদের কারণে আপাতত জোট চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই জোট আলোচনা স্থগিত হওয়ায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসমে বৃহত্তর বিরোধী জোট গঠনের প্রচেষ্টায় কিছুটা জটিলতা তৈরি হতে পারে। তবে ভবিষ্যতে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

মণিপুরে ১০ জঙ্গি গ্রেফতার, ৩৫ একরের বেশি অবৈধ পোস্ত চাষ ধ্বংস নিরাপত্তা বাহিনীর

ইম্ফল, ১১ মার্চ: মণিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ১০ জন কট্টরপন্থী জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। একই সঙ্গে মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৫ একরের বেশি অবৈধ পোস্ত চাষও ধ্বংস করা হয়েছে বলে বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব, টেংনুপাল, বিষ্ণুপুর, কাকচিং এবং থৌবলএই ছয়টি জেলা থেকে ওই জঙ্গিদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিরা পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) এবং তার রাজনৈতিক শাখা বিপ্লবী গণফ্রন্ট (আরপিএফ), কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি) এবং গণবিপ্লবী কাঙ্গলেই পাকের দল (প্রেপাক)-এর সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

পুলিশের দাবি, এই জঙ্গিরা অপহরণ এবং ঠিকাদার, সরকারি কর্মী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে 'চাঁদা' আদায়সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল।

এদিকে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনী পাহাড়ি জেলা কাংপোকপি ও উখরুল-এ ৩৫ একরের বেশি অবৈধ পোস্ত চাষ ধ্বংস করেছে। এর ফলে কয়েক কোটি টাকার আফিম তৈরির সম্ভাবনা নস্যাৎ করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পৃথক অভিযানে ইম্ফল পূর্ব ও থৌবাল জেলা থেকে ছয়জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ১৬.৬০ কেজি শুকনো গাঁজা, ৫.৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার, বেশ কয়েকটি পরিচয়পত্র এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। জঙ্গি দমনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি ও এলাকা দখল অভিযান চালাচ্ছে।

রাজ্যজুড়ে অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে মোট ১১৫টি নাকা ও চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। পাশাপাশি ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ-৩৭)-এ প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন গাড়িকে নিরাপত্তা বাহিনীর এসকর্ট দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে মণিপুর পুলিশ জনগণকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো গুজব বা যাচাই না করা তথ্য বিশ্বাস না করার আহ্বান জানিয়েছে। পুলিশের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ভুয়ো ভিডিও বা অডিও ছড়ালে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গেইনবিটকয়েন ক্রিপ্টো প্রতারণা মামলায় মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার সিবিআই-এর

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: বহু হাজার কোটি টাকার গেইনবিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা মামলায় বড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। সংস্থাটি ডারউইন ল্যাবস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ টেকনোলজি অফিসার আয়ুষ ভার্শনে-কে গ্রেফতার করেছে।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ভ্যারিয়েবলটেক প্রাইভেট লিমিটেড. নামে একটি সংস্থা এই পঞ্জি প্রকল্প চালু করেছিল, যেখানে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অস্বাভাবিক বেশি মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। পরে সেই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি, ৪০৬ ও ৪২০ ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ নম্বর ধারায় তদন্ত চলছে।

২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশের পর এই মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে আসে। আদালত বিভিন্ন রাজ্যে দায়ের হওয়া গেইনবিটকয়েন সংক্রান্ত এফআইআরগুলির জন্য সিবিআইকে একক তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিল।তদন্তে উঠে আসে যে ডারউইন ল্যাবস এবং তার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভার্শে, সাহিল বাঘলা ও নিকুঞ্জ জৈন এই প্রতারণার প্রযুক্তিগত অবকাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, তারা এমসিএপি নামের একটি ক্রিপ্টো টোকেন এবং তার ইআরসি-২০ স্মার্ট কনট্রাক্ট তৈরি করেন। পাশাপাশি জিবিমাইনার্স.কম নামের বিটকয়েন মাইনিং প্ল্যাটফর্ম, বিটকয়েন পেমেন্ট গেটওয়ে, কয়েন ব্যাংক ওয়ালেট এবং গেইনবিটকয়েন. বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি পোর্টালও তৈরি করা হয়েছিল।

সিবিআই জানায়, দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন ভার্শে। তাঁর বিরুদ্ধে 'লুক আউট সার্কুলার' জারি করা হয়েছিল।গত ৯ মার্চ মুম্বাই বিমানবন্দরে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করার সময় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটক করে এবং পরে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। পরদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

সিবিআই জানিয়েছে, গেইনবিটকয়েন প্রতারণা মামলায় পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হবে এবং এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে। তদন্ত যত এগোবে, ততই আরও গ্রেফতার ও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে 'আম্মার শাসন' ফিরিয়ে আনবে এনডিএ: পীযূষ গোয়াল

চেন্নাই, ১১ মার্চ: তামিলনাড়ুতে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জে. জয়ললিতা-র শাসন মডেল আবার ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিল পীযূষ গোয়েল।বুধবার তিনি দাবি করেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) রাজ্যে 'আম্মার শাসন' পুনরুদ্ধার করবে।

তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী-তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়াল বলেন, রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন এবং উন্নত শাসন চাইছেন।

তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন-এর নেতৃত্বাধীন দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে) সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ বাড়ছে এবং প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

গোয়াল আরও দাবি করেন, রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বিভাজনমূলক রাজনীতি করছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন-কে নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি। গোয়ালের দাবি, তাঁর নেতৃত্ব ডিএমকে-র মধ্যেই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "তামিলনাড়ুর মানুষ জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্ব এবং রাজ্যে এডাপ্পাডি কে. পালানিস্বামী-র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার দেখতে চান।"

তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, পালানিস্বামীর নেতৃত্বেই তামিলনাড়ুতে এনডিএ সরকার গঠন করবে।

গোয়াল আরও বলেন, বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'তামিলবিরোধী মনোভাব'-এর অভিযোগ নিয়ে মানুষের অসন্তোষ বাড়ছে এবং ভোটাররা বিকল্প হিসেবে ক্রমশ এনডিএ-র দিকে ঝুঁকছেন।

কেন্দ্রের নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তামিল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার মাধ্যমে তামিলনাড়ুকে দেশের অন্যতম উন্নত রাজ্যে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এছাড়াও তিনি বলেন, এনডিএ সরকার ক্ষমতায় এলে তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশন (টাসম্যাক)-এর মদ বিক্রির অনিয়ম, অবৈধ বালি খনন এবং আইনশৃঙ্খলার সমস্যার মতো বিষয়গুলির সমাধান করা হবে।

শেষে তিনি বলেন, "ভোটের বাক্সে মানুষ রায় দিলে ডিএমকে-র সব স্বপ্ন ভেঙে পড়বে।"

ছত্তিশগড়ে ১০৮ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ, উদ্ধার বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার

জগদলপুর, ১১ মার্চ: ভারতের মাওবাদী দমনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবার দণ্ডকারণ্য বিশেষ জোনাল কমিটি (ডিকেএসজেডসি)-র মোট ১০৮ জন মাওবাদী সদস্য সহিংসতার পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ছত্তিশগড়ের জগদলপুর-এর বস্তার বিভাগীয় সদর দফতরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের পুনা মার্গেম পুনর্বাসন থেকে পুনর্জন্ম উদ্যোগ প্রকল্পের আওতায় এই আত্মসমর্পণ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি অন্যতম বড় গণ-আত্মসমর্পণের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের মতে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু অস্ত্র সমর্পণ নয়, বরং সহিংসতা ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, সমাজে পুনঃএকীকরণ এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ তৈরি করা।

এদিকে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদের ভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, ভারতে মাওবাদী বিরোধী অভিযানের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধারের ঘটনা।

বস্তার রেঞ্জের একাধিক জেলা, বিশেষ করে বিজাপুর এলাকা থেকে এই অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিদ্রোহী কার্যকলাপ চালানোর বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে।

এই উদ্ধার হওয়া অস্ত্রভাণ্ডার জগদলপুরের রেঞ্জ সদর দফতরে আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন অনুষ্ঠানের সময় প্রদর্শন করা হবে। এর মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর ব্যাপ্তি এবং সহিংসতা ছেড়ে শান্তির পথে ফেরার প্রতীকী বার্তা তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

কর্তৃপক্ষের মতে, 'পুনা মার্গেম' উদ্যোগের সাফল্যের মূল রহস্য হল দ্বিমুখী কৌশলএকদিকে সহিংসতার অবকাঠামো ভেঙে দেওয়া, অন্যদিকে প্রাক্তন জঙ্গিদের মর্যাদাপূর্ণভাবে সমাজে ফেরার সুযোগ তৈরি করা।

১০৮ জন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ এবং বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধারের ঘটনাকে বস্তার অঞ্চলে দীর্ঘদিনের মাওবাদী সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

খেদা জেলায় শ্রম আইন লঙ্ঘনে ৩৯টি কারখানার বিরুদ্ধে ২৩২টি ফৌজদারি মামলা: গুজরাতের মন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১১ মার্চ: শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গুজরাতের খেদা জেলায় ৩৯টি কারখানার বিরুদ্ধে মোট ২৩২টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে বুধবার রাজ্য বিধানসভায় জানালেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী কুনভারজি বাওয়ালিয়া।

মন্ত্রী জানান, শ্রমিকদের অভিযোগ ও আবেদনের ভিত্তিতে শ্রম দফতর তদন্ত চালায় এবং তার পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, শ্রম আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা এবং শিল্পক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখাই সরকারের লক্ষ্য।

মন্ত্রী জানান, খেদা জেলায় শ্রম দফতর মোট ৬৬৭টি শিল্প ইউনিটে সরেজমিন পরিদর্শন চালায়। এই তদন্তের পরে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৭৩টি কারখানাকে শোকজ নোটিস দেওয়া হয়।

এর মধ্যে ৩৪টি কারখানা পরে আইনের বিধান মেনে চলে। তবে বাকি সংস্থাগুলি নিয়ম না মানায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।তিনি বলেন, "শ্রম আইন না মানার জন্য ৩৯টি কারখানার বিরুদ্ধে আদালতে মোট ২৩২টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।"

মন্ত্রী আরও জানান, এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ২২৯টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং আদালত দোষী কারখানা মালিকদের মোট ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

এছাড়া শ্রমিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে অন্যান্য জেলাতেও পরিদর্শন চালানো হয়েছে। দেবভূমি দ্বারকা জেলায় ১৬৬টি শিল্প ইউনিট এবং জামনগর জেলায় ৪১৬টি ইউনিটে পরিদর্শন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী বলেন, শ্রমিক বা শ্রমিক সংগঠনের কাছ থেকে কোনও অভিযোগ এলে শ্রম দফতরের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটে তদন্ত করেন।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অভিযোগ থাকে মজুরি বা বোনাস না পাওয়া, কম পাওয়া, গ্র্যাচুইটি নিয়ে বিরোধ বা কর্মী ছাঁটাই নিয়ে। এই ধরনের সমস্যায় প্রথমে শ্রম দফতর শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করে। তবে শ্রম আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে জানান মন্ত্রী।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে অসম সরকার: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ বাড়াতে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে অসম সরকার। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি বলেন, নতুন উদ্যোক্তা, এমএসএমই এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে অসমের গ্রামীণ অঞ্চলগুলি এখন "নতুন প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন" হয়ে উঠছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখতে গ্রামীণ পরিকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড-এর অধীনে ২,১০০ কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "অসমে গ্রামীণ অঞ্চলগুলি নতুন উদ্যোক্তা, এমএসএমই ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠছে। এই প্রবৃদ্ধি টেকসই রাখতে গ্রামীণ পরিকাঠামো গড়ে তোলায় আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।"

এই বিনিয়োগের লক্ষ্য গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের ব্যবধান কমানো। সংযোগ ব্যবস্থা, জনপরিষেবা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত করার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় নতুন সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই তহবিল থেকে রাস্তা নির্মাণ, সেতু, সেচব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা কৃষি, স্থানীয় শিল্প এবং গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

এছাড়া উন্নত পরিকাঠামোর ফলে পণ্য ও মানুষের যাতায়াত সহজ হবে এবং ব্যবসা, কৃষি উৎপাদন ও স্থানীয় উদ্যোগের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক (নাবার্ড)-এর পরিচালিত আরআইডিএফ তহবিলের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে গ্রামীণ রাস্তা, সেতু, সেচ প্রকল্প এবং সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

লেক চৌমুহনী বাজারে প্রশাসনের অভিযান। ছবি নিজস্ব।

দেড় বছরে মাত্র দেড়শো মিটার রাস্তার কাজ সম্পন্ন, ঠিকাদার উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: তেলিয়ামুড়ার রামপদ পাড়ায় প্রায় দেড় বছর আগে একটি সিসি রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে অভিযোগ, কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতির। মাত্র দেড়শো মিটার রাস্তার কাজ করেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার দ্বীপ দেববর্মা উধাও হয়ে গেছেন বলে দাবি এলাকাবাসীর।স্থানীয়দের অভিযোগ, মোট ৩০০ মিটার সিসি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও ড্রেন নির্মাণ না করেই শুধু বালু ফেলে প্রায় দেড়শো মিটার পর্যন্ত কাজ করা হয়েছে। তারপর থেকেই আর কোনও কাজ এগোয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাস্তা, যার কারণে এলাকাবাসীদের দৈনন্দিন যাতায়াতে চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে।এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, দ্রুত কাজ সম্পন্ন না হলে আসন্ন বর্ষায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। বৃষ্টির কারণে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে রাস্তার নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা।

লেক চৌমুহনী বাজারে প্রশাসনের জোরদার অভিযান, জরিমানা ও খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: খাদ্য নিরাপত্তা ও বাজারে অনিয়ম রুখতে বুধবার আগরতলার লেক চৌমুহনী বাজারে বিশেষ অভিযান চালায় সদর মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তর। যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানে বাজারের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়ে একাধিক অনিয়মের অভিযোগে ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন।অভিযান চলাকালে মাছের বাজার, মুদি দোকান, বিভিন্ন খাবারের দোকান, হার্ডওয়ার দোকান এবং ফলের দোকানসহ একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। ফরমালিনযুক্ত মাছ বিক্রি হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে মাছের নমুনা সংগ্রহ করা হয় পরীক্ষার জন্য। পাশাপাশি দোকানগুলিতে ব্যবহৃত ওজন মাপার যন্ত্র ও পাল্লা পরীক্ষা করে দেখা হয় সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা।এছাড়াও বেশ কয়েকটি দোকান থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ফলের জুস ও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম না মানার অভিযোগে একাধিক দোকানদারকে মোটা অঙ্কের জরিমানাও করা হয়েছে বলে জানা যায়। এর পাশাপাশি এদিন প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার নিয়েও বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানায় প্রশাসন। অভিযান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সদর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দ্বীপরাজ রায় জানান, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখার লক্ষ্যেই এই ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বাজারে এই ধরনের অভিযান চালানো হবে বলেও তিনি জানান।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে বটতলায় এসইউসিআই-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: রান্নার গ্যাস, সিএনজি ও পিএনজির বর্ধিত মূল্য অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার আগরতলার বটতলা এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করে এসইউসিআই।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা কেন্দ্র সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের দাবি, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষে গালফ যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা অযৌক্তিক। এত বড় দেশে ছয় মাসের গ্যাস মজুত না থাকার বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ঘিরে বামফ্রন্টের প্রচার জোরদার

ধর্মনগর, ১১ মার্চ: ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছে। সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসেবে অমিতাভ দত্তের নাম ঘোষণার পর মঙ্গলবার আগলাপুর বাজার এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়।

এদিন প্রার্থী অমিতাভ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে বামফ্রন্টের নেতাকর্মীরা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়ার কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনেন তারা। বামফ্রন্ট নেতাদের দাবি, প্রচার কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আগামী দিনগুলিতেও ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে বলে জানান তারা।

আমবাসায় মহিলা জনশুনানি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১১ মার্চ: ত্রিপুরা মহিলা কমিশন, ধলাই জেলা প্রশাসন এবং জেলা সমাজকল্যাণ ও জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আজ আমবাসা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা জনশুনানি। সেই সাথে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা ও শিশু কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদস্যা রত্না দেবনাথ কর, জেলাশাসক বিবেক এইচ.বি., অতিরিক্ত জেলাশাসক পার্থ দাস, সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর ভবেশ চন্দ্র ভদ্র এবং জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা আধিকারিক শঙ্খ শুভ্র সেন।

অনুষ্ঠানে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, পুরোনো অনেক মামলা রয়েছে যেগুলি কোনও না কোনও কারণে নিষ্পত্তি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে দূরবর্তীতার কারণে সেগুলি সম্পন্ন হয়নি। তাই এ ধরনের মামলাগুলি নিষ্পত্তি করা এবং নতুন যদি কোনও মামলা থাকে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এতে ভালো সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। আজ ধলাই জেলায় ৫টি মামলা কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

বিলোনীয়ায় রক্তদান শিবির ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ মার্চ: যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আজ বিলোনীয়া পুরাতন টাউনহল প্রাঙ্গণে একটি রক্তদান শিবির এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এই রক্তদান শিবির এবং সেমিনারের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বাল্যবিবাহের কু-প্রভাবগুলিকে নিয়ে প্রচারাভিযানে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা পরিদর্শক প্রবীর দেববর্মা, ক্রীড়া আধিকারিক সজল চক্রবর্তী, জিমি দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা ঋতেশ শীল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। মূল অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ রক্তদাতাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেন। রক্তদান শিবিরে মোট ২৩ জন রক্তদান করেন।

সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তেলিয়ামুড়ায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: আসন্ন বর্ষা মরসুম ও সম্ভাব্য কালবৈশাখী ঝড়কে সামনে রেখে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রূপাঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডি.সি. সন্দীপ দেববর্মা, প্রদীপ কুমার এবং দেবাশীষ চাকমা। এছাড়াও পূর্ত, বিদ্যুৎ, বন, আরক্ষা দপ্তর, টিএসআর, ফায়ার সার্ভিস, স্বাস্থ্য দপ্তর ও আর.ডি দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আসন্ন বর্ষা ও কালবৈশাখী ঝড়ের সময় সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রস্তুতি, করণীয় পদক্ষেপ এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রূপাঞ্জন দাস সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে দ্রুত ও কার্যকরভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যাতে সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়, সে লক্ষ্যে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ, পূর্ত ও বন দপ্তরকে ঝুঁকিপূর্ণ গাছ ও বিদ্যুৎ লাইনের বিষয়টি চিহ্নিত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও ফায়ার সার্ভিস, আরক্ষা বাহিনী ও টিএসআরকে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা নিজেদের দপ্তরের প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন এবং সমন্বিতভাবে কাজ করে যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার আশ্বাস প্রদান করেন।

দৃষ্টিহীনদের ২৪ দফা দাবিতে মহাকরণে ডেপুটেশন অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরে মহাকরণে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাসের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ সচিবের কাছে ২৪ দফা দাবিসনদ পেশ করা হয়।

ডেপুটেশনের সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন সাহা সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। দাবিসনদে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ডেপুটেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন সাহা বলেন, দৃষ্টিহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য এই দাবিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার দ্রুত এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তারা আশাবাদী।

এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য হরিদাস দত্ত, অরুণ কুমার রায়, সুব্রত সরকার, ঠাকুরচান দাস, প্রশান্ত পালিত প্রমুখ।

ইকো গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত যুবক, আশঙ্কাজনক অবস্থা

বিশালগড়, ১১ মার্চ : ইকো গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হলেন এক বাইক চালক। ওই ঘটনায় কমলাসাগর মূল সড়কের রাস্তারমাথা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, মধুপুরের দিক থেকে একটি ইকো গাড়ি আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। অন্যদিকে বিশালগড় থেকে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে ফিরছিলেন সুজিত বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি গোকুলনগর টিএসআর চৌমুহনী এলাকায়। তাঁর বাইকের নম্বর টিআর০৭সি৮৫৯৬। রাস্তারমাথা এলাকায় পৌঁছাতেই দ্রুতগতির কারণে বাইকটি সজোরে ইকো গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়।

ধাক্কার জেরে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন সুজিত বিশ্বাস। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন।

এদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ইকো গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, সুজিত বিশ্বাস একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। বাঁশ বিক্রি করে কোনো রকমে সংসার চালান তিনি। এই দুর্ঘটনার পর তাঁর পরিবারের সদস্যরা গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে একদিনের সেমিনারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ মার্চ: মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে রক্তদানে এগিয়ে আসা এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে একদিনের সেমিনারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বেলা বারটায় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলের সোনারতরী মুক্ত মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত এছাড়া ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক প্রবীর দেববর্মা, ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক রীতেশ শীল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

দক্ষিণ জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে স্কাউট এন্ড গাইড এর ছাত্রী দের নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন স্কাউট এন্ড গাইড এমন একটি সংগঠন ছাত্র,ছাত্রীদের, পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের চরিত্র গঠন, আধ্যাত্মিকতা,সমাজ সেবা মূলক, কাজ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে থাকে।নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সকল কে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন,এবং রক্ত দানের মধ্যে দিয়ে একটি মূমুর্ষ রোগীর জীবন দান করা,রক্তদান করা মানেই হল জীবন দান করা, রক্তদান হল মহৎ দান।যারা আজকে রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাদের কে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান।

আইজিএম হাসপাতালে কানের সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ১১ মার্চ: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে আগরতলা আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে জটিল রোগের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বহু রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন। সম্প্রতি সেকেরকোট এলাকার ১৯ বছর বয়সী এক তরুণী দীর্ঘদিন ধরে ডান কানে তীব্র যন্ত্রণা ও নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। বিষয়টি ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করায় তিনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা করিয়েও তিনি কোনও স্থায়ী সমাধান পাননি। ধীরে ধীরে সে ডান কানে শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং মাঝে মধ্যে মাথা ব্যথা ও তীব্র কানের ব্যথা শুরু হয়। পরবর্তীতে রোগিণীর অভিভাবকরা তাকে আগরতলার আইজিএম হাসপাতালের বহির্বিভাগে নিয়ে আসেন এবং ইএনটি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ ডা. লক্ষণ ভট্টাচার্যের পরামর্শ নেন। চিকিৎসকের নির্দেশে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং রিপোর্টে রোগিণীর ডান কানের বাইরের নালীতে সেরুমিনোমা নামক জটিল রোগ ধরা পড়ে।

আইজিএম হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ ডা. লক্ষণ ভট্টাচার্য জানান, এই সমস্যায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই কানের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সেই অনুযায়ী গত ৩ মার্চ রোগিণীকে আইজিএম হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয় এবং গত ৫ মার্চ সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে উপস্থিত ছিলেন ইএনটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. লক্ষণ ভট্টাচার্য ও ডা. সুব্রত বিশ্বাস। তার সঙ্গে ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডা. প্রদীপ জমাতিয়া এবং নার্সিং অফিসার ছিলেন চন্দনা পাল। বর্তমানে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। গত ৭মার্চ তাকে আইজিএম হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এই রোগিণীর পরিবার ও আত্মীয়-পরিজনরা আগরতলার আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অধ্যক্ষ ওম বিড়লার

● প্রথম পাতার পর

নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, বাজেট বা মহিলা সংরক্ষণ বিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে তার অনুপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

উল্লেখ্য, কংগ্রেস সাংসদ মোহম্মদ জাবেদ এই অনাস্থা প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। মোট ১১৮ জন বিরোধী সাংসদ প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে অভিযোগ করেন যে স্পিকার নিরপেক্ষতার মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মঙ্গলবার থেকেই এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ আলোচনার সূচনা করে বলেন, এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সংসদের মর্যাদা রক্ষা করা, ব্যক্তিগতভাবে অধ্যক্ষকে আক্রমণ করা নয়। এর জবাবে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু অধ্যক্ষ ওম বিড়লার নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকার পক্ষে জোরালো সাফাই দেন।

গাজিয়াবাদের যুবকের

● প্রথম পাতার পর

এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়।

তবে পরে রানার বাবা-মা আবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। তাঁরা জানান, বহু বছর চিকিৎসা চললেও তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি, বরং আরও অবনতি হয়েছে।

সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি পারদিওয়ালা নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি রায় সংরক্ষিত রাখে। অবশেষে বুধবার আদালত প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার অনুমতি দিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে।

পানীয় জলের সংকটে সড়ক

● প্রথম পাতার পর

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে।তাঁদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হলেও দীর্ঘ পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও পাইপলাইন মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর জেরেই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আজ সকালে ছৈলেংটা—ছাওমনু বাকছড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন।

সড়ক অবরোধের ফলে ওই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত পাইপলাইন মেরামত করে পানীয় জলের স্বাভাবিক সরবরাহ চালু করতে হবে।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ঘিরে প্রচার শুরু বাম প্রার্থী অমিতাভ দত্তের

ধর্মনগর, ১১ মার্চ: ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার শুরু করলেন বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্ত। মঙ্গলবার থেকে তিনি দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগ শুরু করেন। উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণের পর ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আসনটি শূন্য হয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশন এখনও উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা না করলেও তার আগেই বামফ্রন্ট এই কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করে রাজনৈতিক মহলে চমক সৃষ্টি করেছে। প্রাক্তন বিধায়ক, সিপিআই(এম)-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং দলের উত্তর জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্তকে প্রার্থী করেছে দল।

এদিন বাড়ি বাড়ি প্রচারের সময় অমিতাভ দত্ত বলেন, ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যে যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাধারণ মানুষ ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য তিনি বিভিন্ন বুথের ভোটারদের কাছে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে সমর্থন জানানোর আবেদন জানান।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে নারীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা এবং হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকদের নতুন আশার পথ দেখানোর জন্য আসন্ন উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং তখন সিপিআই(এম) কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছিল। তবে এবার সেই জোট সমীকরণ থেকে সরে এসে সিপিআই(এম) নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা আগেই জানিয়েছিলেন, এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসও প্রার্থী দেবে। ফলে বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে উপনির্বাচনে সিপিআই(এম) ভোটারদের মনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবে, তা নির্বাচনের ফলাফলেই স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

জনজাতি এলাকা উন্নয়নে

● প্রথম পাতার পর

২২টি হোস্টেলের নির্মাণ কাজ চলছে এবং আরও ৪৭টি হোস্টেলের নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের জন্যে ২১টি একলব্য বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হয়েছে। এরমধ্যে ১২টি একলব্য স্কুল চালু হয়ে গেছে। এক দু বছরের মধ্যে অবশিষ্টগুলিও চালু হয়ে যাবে। জনজাতি এলাকায় খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্যে ৩টি সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জনজাতি এলাকার উন্নয়ন না হলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগান কার্যকর হবেনা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, সরকার জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। পাছড়া, রিসা ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে জনজাতি মহিলাদের ১.৫ কেজি করে সুতা বিতরণ করা হচ্ছে। জনজাতি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে নবোদয়, একলব্য স্কুল, কলেজ খোলা হচ্ছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সিমনার নতুনবাজারে একলব্য স্কুল চালু করা হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেফুঙ্গা বিএসি”র চেয়ারম্যান রনবীর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ এবং ভাইস চেয়ারপার্সন শংকর দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, মোহনপুর এসটি বোর্ডিং হাউস কমিটির চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা, সমাজসেবী কার্তিক আচার্য প্রমুখ।

বিকল্প রুটে জ্বালানি

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম এশিয়ায় বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও ভারত আমদানির উৎস বৈচিত্র্যময় করে নিজেদের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

তিনি জানান, বিভিন্ন উৎস ও সরবরাহপথের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানি অব্যাহত রয়েছে, ফলে দেশে জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল আছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ঘরোয়া গ্রাহকদের জন্য সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা গ্যাস পূর্ণ মাত্রায় সরবরাহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রেও প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ গ্যাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

সরকার দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষক বদলি ঃ স্কুলে তালা

● প্রথম পাতার পর

হয়ে ওঠে যখন তারা স্কুল সংলগ্ন রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করেন। এর ফলে ওই এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই এবং পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে, সেখানে নতুন শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে বিদ্যমান শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হলে শিক্ষার পরিবেশ আরও সংকটের মুখে পড়বে।

অভিভাবকদের একাংশ জানান, “বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় দেবপ্রিয় মজুমদারের বদলি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।” তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, শিক্ষক সংকট অব্যাহত থাকলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

এদিকে আন্দোলনকারীরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বদলি আদেশ বাতিল না করা পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। পরিস্থিতি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

আঠাশে ত্রিপুরায়

● প্রথম পাতার পর

দাবি করেন। তিনি আরও জানান, যদি বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে বিজেপির বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াকে প্রার্থী করা হয়, তাহলে তিপ্রা মথা সমর্থন জানাতে প্রস্তুত। তিপ্রাসা সমাজের স্বার্থে অতীতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল সমর্থন জানিয়েছে আগামীদেও জানাবে বলে দাবি তাঁর।

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও অভিযোগ করেন, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারে। তার দাবি, নির্বাচনে জয়লাভের লক্ষ্যে দরিদ্র ও সাধারণ আদিবাসী ভোটারদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হতে পারে। বিশেষ করে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে ভোটারদের নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করা হতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

প্রদ্যোত কিশোর বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে নির্বাচনের সময় নানা প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এভাবে সাময়িক সুবিধা দেখিয়ে মানুষের ভোট আদায় করা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য শুভ নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তার মতে, আদিবাসী সমাজের দীর্ঘদিনের অধিকার, উন্নয়ন এবং স্বার্থের প্রশ্নে মানুষকে সচেতন হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তিনি সমাবেশে উপস্থিত সমর্থক ও ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, নির্বাচনের সময় যদি কেউ আপনাদের টাকা বা অন্য কোনো প্রলোভন দেয়, তা আপনারা নিতে পারেন। কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় নিজেদের বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন এবং তিপ্রাসা মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে দল লড়াই করছে, তাকেই সমর্থন করুন।

তার কথায়, সাময়িক আর্থিক প্রলোভনের চেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ, অধিকার এবং সমাজের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হওয়া উচিত। তাই তিনি সকলকে সচেতন থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
12-03-2026, 00:25

এলিট থেকে অবনমন : ঝাড়খণ্ডের কাছে হারের লজ্জা, বিদায় নিল ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুদুচেরির সিচেম স্টেডিয়ামে লজ্জার হার দিয়ে অনূর্ধ-২৩ ওয়ান ডে ট্রফি অভিযান শেষ করল ত্রিপুরার মেয়েরা। লিগের শেষ ম্যাচে ঝাড়খণ্ডের কাছে ১৮৫ রানে পরাস্ত হওয়ার সাথে সাথেই এলিট গ্রুপ থেকে ছিটকে গেল ত্রিপুরা। আগামী মরসুমে তাদের খেলতে হবে প্লেট গ্রুপে। টুর্নামেন্টের ৫টি ম্যাচের একটিতেও জয়ের মুখ দেখতে পারল না রাজ্য দল।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ঝাড়খণ্ড। শুরু থেকেই ত্রিপুরার বোলারদের ওপর চড়াও হন ঝাড়খণ্ডের ব্যাটাররা। মানসী ৯৫ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলে শতরান মিস করলেও, প্রিয়াঙ্কা লুথরা ১০৪ বলে ১১৬ রানের এক বিধ্বংসী অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৮৯ রান তোলে ঝাড়খণ্ড। ত্রিপুরার পক্ষে সেবিকা দাস ও অন্তরা দাস ২টি করে উইকেট নিলেও রান আটকানো সম্ভব হয়নি।২৯০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ফের একবার ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ত্রিপুরা। দলের ৩ জন ব্যাটার রান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরায় ম্যাচ থেকেই হারিয়ে যায় তারা। ওপেনার অন্তরা দাস এক প্রান্ত আগলে রেখে ৭৫ বলে ৩৭ রান করে অপরাজিত থাকলেও অন্য প্রান্তে ছিল উইকেটের মিছিল। ৩৮.৪ ওভারে মাত্র ১০৪ রানেই গুটিয়ে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। ঝাড়খণ্ডের খুশবু কুমারী ৩টি উইকেট দখল করেন।চলতি মরসুমে ত্রিপুরার পারফরম্যান্স ছিল অতি নিম্নমানের। ৩রা মার্চ তামিলনাড়ুর কাছে ১৭৪ রানে হার দিয়ে শুরু হয়েছিল এই সফর। এরপর হরিয়ানার কাছে ২৪৭ রান, বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্রের কাছে ৯ উইকেটে হারের পর ঝাড়খণ্ডের কাছে এই বড় ব্যবধানে হার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিল। ৫ ম্যাচের ৫টিতেই হেরে গ্রুপ টেবিলের একেবারে তলানিতে থেকে প্লেট গ্রুপে অবনমন হলো ত্রিপুরার।এক নজরে স্কোরকার্ড:ঝাড়খণ্ড: ২৮৯/৫ (৫০ ওভার) প্রিয়াঙ্কা লুথরা ১১৬*, মানসী ৯৫; সেবিকা দাস ২/৩৮।ত্রিপুরা: ১০৪/১০ (৩৮.৪ ওভার) অন্তরা দাস ৩৭*, অস্মিতা দাস ১২; খুশবু কুমারী ৩/২৯।ফল: ঝাড়খণ্ড ১৮৫ রানে জয়ী।

সানির বোলিংয়ে খড়কুটোর মতো উড়ল হার্ভে ১০ উইকেটের বিশাল জয়ে অপ্রতিরোধ্য জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল জেসিসি। বুধবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা হার্ভে ক্লাবকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে। টুর্নামেন্টে এটি জেসিসি-র টানা দ্বিতীয় জয়। এর আগে প্রথম ম্যাচে তারা সংহতি ক্লাবকে ৯ উইকেটে হারিয়েছিল। সানি সিংয়ের বিধ্বংসী বোলিং এবং দুই ওপেনারের দাপুটে ব্যাটিংয়ে ম্যাচটি কার্যত একপেশে হয়ে দাঁড়ায়।এদিন সকালে পিটিএ গ্রাউন্ডে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে জেসিসি-র বোলারদের তোপের মুখে পড়ে হার্ভে ক্লাবের ব্যাটাররা। দলের পক্ষে সৌরভ সাহানি (২৯ রান) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও বাকিরা ব্যর্থ হন। জেসিসি-র বোলার সানি সিং একাই প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপ তছনছ করে দেন। তিনি ৮ ওভার বল করে মাত্র ২৩ রান খরচায় ৫টি উইকেট দখল করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন পারভেজ সুলতান (২/১৫) এবং অভিজিৎ দেববর্মা (২/১৭)। শেষ পর্যন্ত ৩২.৫ ওভারে মাত্র ১১২ রানেই গুটিয়ে যায় হার্ভের ইনিংস।১১৩ রানের ছোট লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জেসিসি-র দুই ওপেনার হৃতুরাজ ঘোষ রায় এবং উইলফ্রেড বেং কোনো উইকেট না হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যান। হৃতুরাজ ৬১ বলে ৫৮ রান (৩টি চার, ৫টি ছক্কা) করে অপরাজিত থাকেন। অন্যদিকে উইলফ্রেড বেং ৫০ বলে ৪৮ রানের (৭টি চার, ২টো ছক্কা) একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন। মাত্র ১৮.২ ওভারেই ১০ উইকেটে জয় নিশ্চিত করে জেসিসি।বোলিংয়ে অসামান্য অবদানের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় বা "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হয়েছেন জেসিসি-র সানি সিং।ম্যাচ পরিসংখ্যান:হার্ভে ক্লাব: ১১২/১০ (৩২.৫ ওভার)জেসিসি : ১১৩/০ (১৮.২ ওভার)ফলাফল: জেসিসি ১০ উইকেটে জয়ী।

স্টেডিয়ামে অরিন্দমের বিধ্বংসী সেঞ্চুরি স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে জয় অব্যাহত শতদলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন টুর্নামেন্টে রানের বন্যা দেখল আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়াম। বুধবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ১২৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখল শতদল সঙ্ঘ। অরিন্দম বর্মণের অতিমানবীয় শতরান এবং দেব বার্নালের সেঞ্চুরির ওপর ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৪০৪ রানের পাহাড় গড়ে তারা। এটি টুর্নামেন্টে শতদলের টানা দ্বিতীয় জয়।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় শতদল সঙ্ঘ। ওপেনার অরিন্দম বর্মণ শুরু থেকেই বোলারদের ওপর সংহারী রূপ ধারণ করেন। মাত্র ৭১ বলে ১২৯ রানের এক অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ১৩টি বিশাল ছক্কা এবং ৫টি চার। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন দেব বার্নাল, যিনি ১০০ রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস উপহার দেন। এছাড়া দীপজয় দেবের ৮৮ বলে ৭৫ রানের ইনিংসটি শতদলকে ৪০০ রানের গণ্ডি পার করতে সাহায্য করে। স্ফুলিঙ্গের বোলার বৈভব পাল ৪২ রানে ২ উইকেট নিলেও বাকিদের অবস্থা ছিল শোচনীয়।৪০৫ রানের হিমালয় সদৃশ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের হয়ে লড়াই চালিয়ে যান সাগর শর্মা (৭৮ রান) এবং প্রভু নূর (৫৫ রান)। কিন্তু বিশাল রানের চাপে এবং শতদলের বোলার অভিজিৎ সরকারের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে। অভিজিৎ মাত্র ৫.২ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করে স্ফুলিঙ্গের ইনিংসের ইতি টানেন। শেষ পর্যন্ত ৪৯.২ ওভারে ২৭৭ রানে অল-আউট হয়ে যায় স্ফুলিঙ্গ।৭১ বলে ১২৯ রানের টর্নেডো ইনিংসের জন্য অরিন্দম বর্মণ ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথম ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ৯১ রানে হারানোর পর এই বড় জয় শতদল সঙ্ঘকে লিগ টেবিলের শক্ত অবস্থানে পৌঁছে দিল।ম্যাচ পরিসংখ্যান:শতদল সঙ্ঘ: ৪০৪/৫ (৫০ ওভার)স্ফুলিঙ্গ: ২৭৭/১০ (৪৯.২ ওভার) ফলাফল: শতদল সঙ্ঘ ১২৭ রানে জয়ী।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ, ফিফাকে বিশ্বকাপের প্লে-অফ ম্যাচ পিছোনোর আর্জি ইরাকের কোচের

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্লে-অফ ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করলেন ইরাকের কোচ গ্রাহাম আর্নল্ড। সূচি অনুযায়ী আগামী ৩১ মার্চ বলিভিয়া-সুরিনাম ম্যাচের বিজয়ী দলের মুখোমুখি হওয়ার কথা ইরাকের। অন্য দিকে, ইরানের মহিলা ফুটবলারদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে পারে অস্ট্রেলিয়া।

যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য প্লে-অফ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করতে পারছেন না আর্নল্ড। তিনি নিজেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আটকে রয়েছেন। ইরাকের জাতীয় দলের ৬০ শতাংশ ফুটবলার দেশেরই কোনও না কোনও ক্লাবে খেলেন। বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় তাঁরাও যোগ দিতে পারছেন না হোস্টনের প্রস্তুতি শিবিরে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন ইরাকের কোচ। ১৯৮৬ সালে শেষ বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছিল ইরাক। এ বার আবার মূলপর্বে খেলার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছেন আর্নল্ড। মেক্সিকো সিটিতে আন্তঃ মহাদেশীয় প্লে-অফ ম্যাচ জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তিনি। কিন্তু প্রস্তুতির অভাব তাঁকে চিন্তায় রেখেছে। ইরাকের কোচ বলেছেন, "এই মুহূর্তে ফুটবলারদের ইরাকের বাইরে নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ফিফা ম্যাচ পিছিয়ে দিলে আমরা প্রস্তুতি একটু সুযোগ পাব। বলিভিয়া এবং সুরিনাম নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী খেলবে। আমাদের জন্য সেরা বিকল্প হতে পারে, বিশ্বকাপের আগে আগে ম্যাচটি খেলা। ফুটবলের প্রতি ইরাকের মানুষের ভালবাসা কল্পনাতীত। ৪০ বছর পর আমাদের সামনে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার সুযোগ রয়েছে। আমাদের সবটা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।"

ইরাক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিবও ফিফাকে সূচি বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন। আদনান দিরজাল যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "এই ম্যাচটা সাধারণ কোনও ম্যাচ নয়। এই ম্যাচের উপর একটা জাতির স্বপ্ন নির্ভর করছে।"

অন্য দিকে, অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপ খেলতে যাওয়া ইরানের মহিলা ফুটবল দল পড়েছে রাষ্ট্রের রোষে। যুদ্ধ শুরুর দু'দিন পর দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীতের সময় দলের কোনও ফুটবলার গলা মেলাননি। কারও মুখ নড়তে দেখা যায়নি। তাতে মনে করা হয়, জাতীয় সঙ্গীত না গেয়ে ইরানের বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন মহিলা ফুটবলারেরা। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে মহিলা ফুটবলারদের 'যুদ্ধকালীন বিশ্বাসঘাতক' বলা হয়েছে। এর পর থেকে দেশে ফেরার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা এবং দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা।

এই পরিস্থিতিতে ইরানের ফুটবলারদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিকে পারে অস্ট্রেলিয়া। সে দেশে বসবাসকারী ইরানিরা ফুটবলারদের দেশে ফেরত না পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন। একাধিক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠনও এই পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিক করার দাবি জানিয়েছে। যদিও অস্ট্রেলিয়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

আগরতলা পুর নিগম

আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে যারা এখনও সম্পত্তি কর জমা দেননি, তারা আগামী ৩১/০৩/২০২৬ তারিখের মধ্যে পুর নিগমের জোনাল অফিসসহ নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ড অফিসের (যেমন ওয়ার্ড নং ০৫, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৯ ও ৪৩) ট্যাক্স কাউন্টারে উক্ত সম্পত্তি কর জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পুর কর জমা দেওয়ার সময় সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত। এই বিষয়ে পুরবাসীদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে সকল নাগরিক সম্পত্তি কর প্রদান করবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ নিগমের নিয়ম অনুযায়ী জরিমানাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

স্বাক্ষর:- অস্পষ্ট
মিউনিসিপাল কমিশনার

ABRIDGE NOTICE FOR SUBMISSION OF QUOTATION FROM REGISTERED VEHICLE SERVICE PROVIDER FROM TRIPURA UNDER TRLM

Sealed quotations are hereby invited from registered vehicle service provider for 1 (one) no of Mahindra Bolero from Tripura under TRLM alongwith EMD of 10,000/-/- (Rupees Ten thousand only) shall be submitted till 20/03/2026 upto 3.00PM. The detailed NIQ may be seen & download from the websites www.trlm.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in/ www.rural.tripura.gov.in

ICA/C-4780/26

Sd/-illegible
(Tarit Kanti Chakma, IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-45/EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.05.03.2026.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-Tender in Two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 19/03/2026 for 1(one) No. Civil work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4773/26

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
eliamura, Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 44/EE/MCD /PWD(B)/2025-26, Dated: 9-03-2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(B), ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura invites online percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 03.00 PM on 17-03-2026 for the following works:-

1. DNIeT NO:-68/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.
2. DNIeT NO:- 69/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.
3. DNIeT NO:- 70/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.
4. DNIeT NO:- 71/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 8132889463 (M) // 9436460369 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4764/26

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(B)
ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura

TRIPURA ROAD TRANSPORT CORPORATION [TRTC]
NOTICE INVITING TENDER

The Tripura Road Transport Corporation, Agartala invites tender from the experienced AG emplaned Chartered Accountant firms based in Tripura by way of quoting /offering of their lowest rate(s) excluding applicable rate of GST (Goods and service tax) for Compilation of Annual Accounts for the Financial Year 2025-2026 of Tripura Road Transport Corporation [TRTC].

Bids will be received from **23rd March 2026 to 30th March 2026** during office hours from 10.00 AM to 5.30 PM at the registered office of Tripura Road Transport Corporation [TRTC], 1st Floor, International Bus Terminus Building, Krishanagar T.R.T.C Complex, Agartala, Tripura and will be opened on **31st March at 3.00 PM.**

Tender documents can be collected from the office of the MD, TRTC during office hours from **9th March 2026 to 19th March 2026** excluding official holidays.

Corrigendum / Addendum, if any, will be published only in the local leading Newspapers.

ICA/C-4759/26

S/d
(H. Debbarma, TCS)
Managing Director, TRTC

এক জনের একটা পারফরম্যান্সই দলের মেজাজ বদলে দেয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব কার, জানালেন গম্ভীর

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব সঞ্জু স্যামসনকে দিলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচের মতে, ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলা সঞ্জুর ইনিংসই দলের মেজাজ বদলে দিয়েছিল। সেই মেজাজে ভর করেই কাপ জিতেছেন সূর্যকুমার যাদবেরা।বিশ্বকাপের আগে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে রান পাননি সঞ্জু। কেরলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের উপর বিশ্বকাপের শুরুতে ভরসা রাখতে পারেননি ভারতীয় দলের কোচ। অভিষেক শর্মার অসুস্থতার জন্য নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলালেও পরের ম্যাচেই ছেঁটে ফেলেছিলেন প্রথম একাদশ থেকে। 'ব্রাত্য' করে রাখা সেই সঞ্জুকেই মোড় ঘোরানোর কৃতিত্ব দিয়েছেন গম্ভীর।বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, "কোন ঘটনা মোড় ঘুরিয়েছে এটা বলা খুব কঠিন। আমি বিশ্বাস করি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সঞ্জুর ৯৭ রানের ইনিংসই আমাদের বিশ্বকাপ অভিযানের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ওই ম্যাচটা কিন্তু আমাদের কাছে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল ছিল। এক জন জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে চার-পাঁচটা ম্যাচ খেলেনি। তা-ও কী দুর্দান্ত ইনিংস। দেখিয়ে দিয়েছিল, কী ভাবে ফিরে আসতে হয়। ১৯৫ রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসটা খেলেছিল। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে মাঠেই খেলা হোক, বিশ্বকাপের ম্যাচ কখনও সোজা হয় না।"ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সঞ্জুর ৫০ বলে ৯৭ রানের অপরাজিত ইনিংস শুধু ভারতীয় দলকে সেমিফাইনালে তুলে দেয়নি। সূর্যদের আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছিল। গম্ভীর বলেছেন, "ম্যাচটায় সঞ্জু একদম মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাট করেছিল। ভীষণ শান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। অথচ কী আগ্রাসী ব্যাটিং। সঞ্জুর ওই ইনিংসটাই গোটা দলকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। ওর ইনিংস দেখে মনে হয়েছিল, আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। ওর ওই ইনিংসটার আগে আমরা নানা রকম আলোচনা করছিলাম। দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলোয় আমরা আগ্রাসী ব্যাটিং করি। আইসিসির প্রতিযোগিতাগুলোয় আমরা কেন সে ভাবে খেলতে পারি না, এ সব আলোচনা হচ্ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে সঞ্জুর ইনিংস আর তিন নম্বরে ঈশান কিশনের আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে মনে হল, সব ঠিক আছে। আমরা যেটা চাইছিলাম, সেটা দানা বাঁধতে শুরু করেছে।"অভিষেকের টানা ব্যর্থতায় কিছুটা বাধ্য হয়েই সঞ্জুকে প্রথম একাদশে ফিরিয়েছিলেন গম্ভীর। ঈশানের উইকেট রক্ষাও প্রত্যাশিত মানের হচ্ছিল না। সঞ্জু প্রথম একাদশে ফেরায় সেই সমস্যারও সমাধান হয়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে ছিলেন সঞ্জু। একটিও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ফাইনালে তাঁকে খেলানোর কথা ভেবেছিলেন তৎকালীন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বদলে ঋষভ পন্থকেই খেলান।শুধু দুই বিশ্বকাপেই নয়, ভারতীয় দলে বার বার ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে সঞ্জুকে। সাফল্য পেলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারেননি কোচ-অধিনায়কেরা। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে সঞ্জুও এত বছরের বঞ্চনার জবাব দিয়েছেন।

সি কে নাইডু ট্রফিতে তামিলনাড়ুর জয়জয়কার মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কিরণ-সচিনরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ডোমেস্টিক ক্রিকেটের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আসর "কর্নেল সি কে নায়ডু ট্রফি" (অনূর্ধ-২৩) জয় করল তামিলনাড়ু। ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে ট্রফি নিজেদের দখলে নিল আয়োজক রাজ্য। ম্যাচের নায়ক কিরাণ কার্তিকেয়ন এবং টুর্নামেন্ট জুড়ে অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য সচিন রাঠির হাতে উঠল সিরিজ সেরার পুরস্কার।ম্যাচের শুরুতে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে মহারাষ্ট্র ২৩৮ রানে অল-আউট হয়ে যায়। অর্শিন কুলকার্নি (৬৭) ও দিগ্বিজয় পাতিল (৬০) লড়াই করলেও তামিলনাড়ুর পি. বিঘ্নেশ ও সচিন রাঠির স্পিন জাদুতে (উভয়েই ৪টি করে উইকেট) বেশি দূর এগোতে পারেনি তারা। জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে তামিলনাড়ু প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রান তোলে। কিরাণ কার্তিকেয়নের অনবদ্য ৮৬ রান এবং মানভ পারখের ৪৭ রানের সৌজন্যে ৯৬ রানের লিড পায় তামিলনাড়ু। মহারাষ্ট্রের এ. আর. নিশাদ ৪টি উইকেট নেন।৯৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরু করলে ফের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মহারাষ্ট্র। নিরজ যোশী (৫৫) এবং অর্শিন কুলকার্নি (৪৪) কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও বাকিরা চূড়ান্ত ব্যর্থ হন। পি. বিঘ্নেশ ও সচিন রাঠির বোলিং তোপে মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৬১ রানেই গুটিয়ে যায়। জয়ের জন্য তামিলনাড়ুর সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৬৬ রান।ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩ উইকেট হারালেও এস. আর. অতিশের অপরাজিত ২৭ রানের ইনিংসে ভর করে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় তামিলনাড়ু। মহারাষ্ট্রের ভিকি ওস্তওয়াল ৩টি উইকেট নিলেও দলের হার বাঁচাতে তা যথেষ্ট ছিল না। ৭ উইকেটে জয় নিশ্চিত হতেই উৎসবে মেতে ওঠে তামিলনাড়ু শিবির।এক নজরে ফাইনাল:মহারাষ্ট্র: ২৩৮ এবং ১৬১তামিলনাড়ু: ৩৩৪ এবং ৬৭/৩ফল: তামিলনাড়ু ৭ উইকেটে জয়ী।ম্যাচ সেরা: কিরাণ কার্তিকেয়ন তামিলনাড়ু)।সিরিজ সেরা: সচিন রাঠি (তামিলনাড়ু)।

The Executive Engineer, NH Division, Agartala, PWD (NH), Tripura invites bids through PNIeT No. 11/EE-NHD/PWD (NH)/AGT/2025-26 Dated, Agartala, the 9th March, 2026 from eligible contractors for the following project:

Sl No.	State	Name of Road	Name of Work	Bid Cost In Rs)	Bid security (In Rs)	Cost of bid document (In Rs)	Completion Period	Maintenance Period	Pre bid Meeting date and time
1	Tripura	Khowai Chowmuhani to Simna Via Bramhakunda (Length-19.00 km)	"Improvement of Road from Khowai Chowmuhani to Simna via Bramhakunda (Length-19.00 Km) on Engineering, Procurement & Construction (EPC) mode" (2nd Call). DRAFT NIT/RFP No:21/CE/PWD(NH)/2025-26	Rs. 51,04,14,846.00	Rs. 1,02,08,297.00	Rs. 20,000.00	24(Twenty four) Months	5(Five) Years	20.03.2026 at 4.00 PM

The complete BID document can be viewed / downloaded from official portal of the website https://tripuratenders.gov.inas per schedule given in Critical Date Sheet below i.e. from 09.03.2026 to 30.03.2026 (up to 12.00 Hrs. IST). Bidder must submit its Technical Bid and Financial bid at https://www.tripuratenders.gov.in on or before 30.03.2026 up to 15:00 hours IST). Bids (Technical) received online shall be opened on 31.03.2026 (at 15:30 hours IST).

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-4776/26

(s/d)
(Er. S. Das)
Executive Engineer,
NH Division, Agartala PWD(NH),
West Tripura

The Chief Executive Officer, Bishalgarh Municipal Council, Tripura invites e-Tender against Press NIT No. 08/BMC/BLG/2025-26, Dated-03/03/2026

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion in months	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid
1	DNIeT No:116/BLG-MC/DNIeT/2025	4,74,693.00	9,494.00	06	Upto 15.00 Hrs on 20/03/2026	At 15.30 Hrs on 20/03/2026
2	DNIeT No:117/BLG-MC/DNIeT/2025	4,23,179.00	8,646.00	06		
3	DNIeT No:118/BLG-MC/DNIeT/2025	3,43,525.00	6,781.00	06		
4	DNIeT No:119/BLG-MC/DNIeT/2025	2,78,212.00	5,564.00	06		

Details tender notice and Draft NIT can be seen in the office of the Bishalgarh Municipal Council, Sepahijala Tripura and kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4768/26

Dy. Chief Executive Officer
Bishalgarh Municipal Council
Sepahijala, Tripura.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মোহনপুর আর ডি ব্লকের অধীনস্থ সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসকারী সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ (PMAY-G) প্রকল্পের আওতাভুক্ত মোহনপুর আর ডি ব্লকের অধীনে ৭০ (নব্বই) জন ঘর প্রাপক সুবিধাভোগী, আপনাদের ঘর নির্মাণ এর কাজ এখন ও সম্পন্ন করেন নি, এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থও ফেরত দেননি যা সরকারি আইনে বিরুদ্ধ বিষয়। এই বিষয়ে আপনারা পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগও করেননি।

অতএব, এমত অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, উক্ত সুবিধাভোগী অথবা তাদের পরিবার সরকারি নিয়ম মতাবেক ঘর তৈরি করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্লক অফিসে বা পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায়, আপনার পরিবারের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং আপনার নাম ঘর প্রাপক তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এই বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি বা যুক্তি থাকলে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে ব্লক বা নিজ নিজ পঞ্চায়েত এর সঙ্গে যোগাযোগ না করিলে উক্ত সুবিধাবীদের ঘর প্রাপক তালিকা থেকে বাদ দেওয়া সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হবে। এখনো ঘরের কাজ শেষ করেননি এমন ৯০ (নব্বই) জন সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা ত্রিপুরা গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের ওয়েবসাইট এ (https://rural.tripura.gov.in), মোহনপুর আর ডি ব্লকের Facebook page এ (https://www.facebook.com/mohanpurrdblock), YouTube Channel এ (www.youtube.com/@BDOMOHANPUR), মোহনপুর আর ডি ব্লক অফিসের নোটিশ বোর্ডে, স্ব স্ব পঞ্চায়েত অফিসের এর নোটিশ বোর্ডে তথা মোহনপুর আর ডি ব্লকের অধীনস্থ সমস্ত বাজার ও বিশিষ্ট স্থানে লাগানো হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে
(গোপাল কৃষ্ণ দত্ত)
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
মোহনপুর আর ডি ব্লক
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-2127/26

শ্রীদামের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে জয় অব্যাহত ব্লাড মাউথের, ৭ উইকেটে চূর্ণ সংহতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়রথ অব্যাহত রেখেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। বুধবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা সংহতি ক্লাবকে ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে স্ফুলিঙ্গকে হারানোর পর এটি ব্লাড মাউথের টানা দ্বিতীয় জয়। ম্যাচের নায়ক শ্রীদাম পাল, যিনি বল হাতে ৫ উইকেট নেওয়ার পর দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে সংহতি। দলের পক্ষে প্রতিকূল সেন ৩৪ বলে ৫৫ রানের (২টি চার, ৬টি ছক্কা) একটি ঝোড়ো ইনিংস খেললেও অন্য প্রান্ত থেকে নিয়মিত উইকেট পড়তে থাকে। ব্লাড মাউথের শ্রীদাম পাল মাত্র ৬ ওভার বল করে ৩৪ রান দিয়ে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন অভিজিৎ চক্রবর্তী (২/১৭) ও সঞ্জয় মজুমদার (২/৩৪)। শেষ পর্যন্ত ৪৬.২ ওভারে ১৭৮ রানেই থামে সংহতির ইনিংস।১৭৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথের দুই ওপেনার বিক্রম কুমার দাস এবং বিশাল ঘোষ সংহতির বোলারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেন। বিক্রম ৪৭ বলে ৭১ রানের (৬টি চার, ৫টি ছক্কা) একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে বিশাল ঘোষ ৪৬ বলে ৬১ রানের (৮টি চার, ১টি ছক্কা) এক ঝকঝকে ইনিংস উপহার দেন। এই দুই ব্যাটারের দাপটে মাত্র ১৯.২ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ব্লাড মাউথ।বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য শ্রীদাম পাল পুনরায় ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, গত ৬ মার্চ প্রথম ম্যাচেও তিনি ১৩৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে সেরা হয়েছিলেন। ম্যাচ পরিসংখ্যান:সংহতি: ১৭৮/১০ (৪৬.২ ওভার)ব্লাড মাউথ: ১৭৯/৩ (১৯.২ ওভার)ফল: ব্লাড মাউথ ৭ উইকেটে জয়ী।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1 11-03-2026, 23:47

বটতলায় আরও একটি শ্মশান হবে ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: বটতলা মহাশ্মশান ও হাওড়া মার্কেট সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর জানবী দাস।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেয়র দীপক মজুমদার জানান, গত বছর বর্ষাকালে শবদাহ করতে সাধারণ মানুষকে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আগরতলা পুরনিগমের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বটতলা মহাশ্মশানের উপরের অংশে আরও একটি শ্মশান নির্মাণ করা হবে, যাতে বর্ষার সময় শবদাহ করতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়।

তিনি আরও জানান, মহাশ্মশান এলাকাকে আরও সুন্দর ও সুসংগঠিত করে গড়ে তোলা হবে। পুরো এলাকাজুড়ে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে এবং সেখানকার শিবমন্দিরকেও নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান মেয়র।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে ইরিক্সা, গুরুতর আহত ৫ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ মার্চ: বড়মুড়া ইকো পার্কের পাশে একটি ইরিক্সা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে পাঁচজন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া ইকোপার্কের সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে, ইলেকট্রিক অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে, অটোতে থাকা পাঁচজন যাত্রীই গুরুতরভাবে আহত হয়। গুরুতর আহত অটো যাত্রীদের তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঁচজনকেই আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনাটি ঘটে আজ দুপুরে।

সংবাদে জানা যায়, চম্পকনগর থেকে খোয়াই যাওয়ার পথে, বড়মুড়া ইকোপার্ক এলাকাটি অতিক্রম করেই বাক নিতে গিয়ে, ইলেকট্রিক অটোচালক ডোনাল দেববর্মা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। রাস্তার পাশেই অটোটি লুটিয়ে পড়ে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। অটোতে থাকা চালকসহ পাঁচজনই গুরুতর আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটোটির পেছনেই আগরতলা থেকে ছামনু যাচ্ছিল অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে আহতদের তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে গুরুতর আহত পাঁচজনকে আগরতলা জিবি হাসপাতালের রেফার করার সময়ে দেখা দেয় মহা বিপত্তি। হাসপাতলে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স এর মধ্যে দুইটি এম্বুলেন্সই বিকল। ৩০ মিনিটের উপরে গুরুতর আহত থাকা দুইজন রোগী তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের করিডোরে গাড়ির জন্য পড়ে থাকে। সেই সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত সাধারণ মানুষ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে জানাতে চাইলে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আজ ছিলো জিওগ্রাফি বিষয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের মোট ৬২টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিলো। আজ উচ্চতর মাধ্যমিকের জিওগ্রাফি পরীক্ষায় ২০১১ জন পরীক্ষার্থী নথিভুক্ত ছিলো। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিলো ২০০৫ জন পরীক্ষার্থী। অনুপস্থিতির সংখ্যা মোট ৬ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৯.৭০। আগামী ১৩ মার্চ, ২০২৬ উচ্চতর মাধ্যমিকের অ্যাকাউনটেন্সি, বায়োলজি, হিস্ট্রি, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের হিস্ট্রি এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজির ইসলামিক স্টাডিস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন - এর রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির ২৯তম সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (টিইআরসি)-এর রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির ২৯তম সভা আজ আগরতলায় কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন টিইআরসি-এর চেয়ারপার্সন হেমন্ত বর্মা, যিনি বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ৮৭ ধারার অধীনে গঠিত এই রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির পদাধিকারবলে চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি মূলত একটি পরামর্শমূলক মঞ্চ হিসেবে গঠিত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন অংশীদাররা রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশনকে পরামর্শ দিতে পারেন। এই কমিটি ট্যারিফ (বিদ্যুৎ শুল্ক) নির্ধারণ, উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা, বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কমিশনকে সহায়তা করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই কমিটিতে ত্রিপুরা সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, উপভোক্তা গোষ্ঠী, এনজিও, সংবাদমাধ্যম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

পদাধিকারবলে সদস্য এবং অংশীদারদের প্রতিনিধি সহ মোট ১৮ জন সদস্য এই সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং কমিটির সামনে রাখা আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর তাদের মতামত প্রকাশ করেন। সভায় কমিশন ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য "মাল্টি ইয়ার ট্যারিফ" পিটিশন এবং রাষ্ট্রীয়, বিদ্যুৎ সংস্থা "ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড" দ্বারা দাখিল করা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের "ট্রুইং-আপ" প্রস্তাবটি কমিটির সামনে পেশ করে। মাল্টি ইয়ার ট্যারিফ কাঠামোটি কমিশনকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য শুল্ক নির্ধারণের সুযোগ করে দেয় এবং একইসাথে "ট্রুইং-আপ" ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউটিলিটির প্রকৃত আর্থিক ও কার্যক্ষমতা পর্যালোচনা করার অনুমতি দেয়। ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশীদারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এই বিষয়টি রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা বিদ্যুৎ শুল্ক, সেবার মান এবং উপভোক্তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বিভিন্ন পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন।

কমিশন সদস্যদের আরও জানিয়েছে যে, নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ট্যারিফ আবেদনের ওপর একটি জনশুনানি আগামী ১৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখে টিইআরসি -এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সাধারণ উপভোক্তা, অংশীদার এবং আগ্রহী ব্যক্তিরা বিদ্যুৎ শুল্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে কমিশনের কাছে তাদের মতামত ও পরামর্শ সরাসরি তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি কমিটি "ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (পরামর্শদাতা নিয়োগের শর্তাবলী) প্রবিধান, ২০০৫ (প্রথম সংশোধন), ২০২৬"-এর খসড়া নিয়ে আলোচনা করেছে, যার লক্ষ্য হলো কারিগরি, আর্থিক এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনকে সহায়তার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করা। এছাড়া "ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও সেবার শর্তাবলী) প্রবিধান, ২০২৬"-এর খসড়া নিয়েও আলোচনা হয়, যা কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়োগ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আধুনিক ও স্পষ্ট কাঠামো তৈরি করবে।

কমিটির সদস্যরা আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন, যা কমিশনকে উপভোক্তাদের স্বার্থে এবং রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। সভার শেষে টিইআরসি -এর সদস্য পুষ্পিতা চক্রবর্তী ধন্যবাদ সূচক ভাষণ প্রদান করেন। গঠনমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে সভাটি সমাপ্ত হয়, যা ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতে একটি স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং উপভোক্তা-মুখী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার গুরুত্বকে পুনরায় তুলে ধরে।

ধর্মনগর এফসিআই ডিপোতে শ্রমিক নিষিদ্ধের জেরে খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যাহত

ধর্মনগর, ১১ মার্চ: ধর্মনগরের এফসিআই ফুড স্টোরেজ ডিপোতে সংঘটিত এক সহিংস ঘটনার জেরে দুটি ট্রাককে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করেছে এফসিআই কর্তৃপক্ষ। আগরতলার এফসিআই ডিভিশনাল অফিস থেকে জারি করা নির্দেশে জানানো হয়েছে, টিআর০১কে১৭১৭ ও টিআর০২এ১৭৯০ নম্বরের ট্রাক ভবিষ্যতে দেশের কোনো এফসিআই ডিপোতে প্রবেশ বা কাজ করতে পারবে না।

অভিযোগ, গত ৭ ফেব্রুয়ারি ধর্মনগর এফএসডি ডিপোর ওয়েইব্রিজ ও অফিস চত্বরে ডিপোর নির্দেশ অমান্য করে কাজে বাধা সৃষ্টি করেন সংশ্লিষ্ট ট্রাকগুলির চালকরা। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে লোহার রড ও ইট দিয়ে এফসিআই কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় ডি.জি.আর সিকিউরিটি কর্মী গণেশ দেববর্মা আহত হন এবং কিউসি ম্যানেজার গৌরব বশিষ্ঠ মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর জখম হন।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে এফসিআই কর্তৃপক্ষ ওই দুটি ট্রাককে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মালিকদের অন্য কোনো গাড়িকেও এফসিআই ডিপোতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

অন্যদিকে, ধর্মনগর এফসিআই গুদামে অনিয়মের অভিযোগে আরও চারজন হ্যান্ডলিং শ্রমিক রুপু নন্দী, ফকরুল ইসলাম, দীপক কুমার সিং এবং সুদীপ দেবনাথকে সব ধরনের এফসিআই কাজ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অভিযোগ, তারা পিডিএস খাদ্যশস্য লোডিংয়ের সময় কাজে বাধা সৃষ্টি করেন এবং অতিরিক্ত অর্থ দাবি করেন।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিকদের একাংশ অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করায় রেশন দোকানগুলিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য মঙ্গলবার ডিপো পরিদর্শনে যান বাগবাসা বিধানসভার বিধায়ক যাদব লাল নাথ। তিনি শ্রমিকদের দ্রুত কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আহ্বান জানান এবং ডিপোর স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে সাধারণ মানুষের রেশন সরবরাহে কোনো সমস্যা না হয়।

'গোমাতা সম্মান দিবস' উপলক্ষে বাগমা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় গুরুকুল আশ্রমে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: 'গোমাতা সম্মান দিবস' উপলক্ষে বাগমা এলাকার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় গুরুকুল আশ্রমে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২৭শে এপ্রিল 'গো-মাতা সম্মান দিবস' উপলক্ষে উদয়পুর মহকুমার বাগমা এলাকার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় গুরুকুল আশ্রমে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।এই বৈঠকে বহিরাজ্য থেকে আগত সাধু-সন্তরা স্থানীয় এলাকাবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ২৭ এপ্রিল সারা দেশজুড়ে একযোগে পাঁচটি স্থানে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হবে। এই স্মারকলিপি মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের মাধ্যমে পাঠানো হবে ।স্মারকলিপির মূল দাবি থাকবেগো-হত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা ।বুধবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বহিরাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট সাধু চন্দ্রিমা দাস মহারাজ, গোবর গোপাল মহারাজ সহ আরও বেশ কয়েকজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ভক্তবৃন্দ। তারা গো-মাতার সুরক্ষা এবং গোরক্ষা আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ২৭ এপ্রিলের কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে একটি সংগঠনিক কমিটি গঠন করা হবে ।এই কমিটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এলাকাজুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিতরণ করবে এবং গোমাতা রক্ষার বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার অভিযান চালাবে ।আয়োজকদের মতে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোমাতার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা এবং গো-রক্ষার দাবি জোরালো করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

আগামী ১৩ মার্চ ধর্মনগরে মহিলা জনশুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: আগামী ১৩ মার্চ ধর্মনগরে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক মহিলা জনশুনানি অনুষ্ঠিত হবে। ধর্মনগরের সার্কিট হাউসে ১৩ মার্চ সকাল ১১টা থেকে এই মহিলা জনশুনানি শুরু হবে। জনশুনানি কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা।

এই কর্মসূচিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার মহিলাদের ৬টি অভিযোগের শুনানি হবে। মহিলা সংক্রান্ত অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং অভিযোগকারীদের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই জনশুনানি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুনভাবে অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ করা হবে এবং শুনানি হবে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে জেলার সকল মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, জনশুনানিতে উপস্থিত থেকে এই সুযোগ নেওয়ার জন্য।

বাড়ির উঠোন খুঁড়ে উদ্ধার ২৫ কেজি গাঁজা, আটক গৃহকর্তা

কাঠালিয়া, ১১ মার্চ : গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বাড়ির উঠানের মাটির নিচ থেকে বস্তাবন্দি প্রায় ২৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় বাড়ির মালিক মঞ্জিল হোসেন (৪২)-কে আটক করেছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি কাঠালিয়া পঞ্চায়েত এলাকার খাদ্যাখলা গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে যাত্রাপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে যে খাদ্যাখলা গ্রামের বাসিন্দা মঞ্জিল হোসেনের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য মজুদ রয়েছে। খবর পাওয়ার পর রাত প্রায় আটটার দিকে যাত্রাপুর থানার ওসি সিতিকণ্ঠ বর্ধনের নেতৃত্বে দুই সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ দেবনাথসহ পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের নিয়ে অভিযানে নামেন।

পুলিশ বাড়িটি ঘেরাও করে তল্লাশি চালালে দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির উঠানের মাটি খুঁড়ে বস্তাবন্দি অবস্থায় প্রায় ২৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এরপরই বাড়ির মালিক মঞ্জিল হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যাত্রাপুর থানার ওসি সিতিকণ্ঠ বর্ধন জানান, ধৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মাদক মজুদ করে বিভিন্ন স্থানে পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাকে সোনামুড়া আদালতে তোলা হবে।

তিপ্রা মথা নেতার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ, জম্পুইজলায় চাঞ্চল্য

জম্পুইজলা, ১১ মার্চ: তিপ্রা মথা দলের জম্পুইজলা ব্লক সভাপতি অর্জুন দেববর্মার বাড়িতে গতকাল গভীর রাতে বোমা নিক্ষেপ। বুধবার দুপুরে খবর পেয়ে জম্পুইজলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্নেহাশীষ কুমার দেব জম্পুইজলা থানার ওসি মৃণাল কান্তি রিয়াং, সেকেন্ড ওসি শান্তনু দেববর্মা ছুটে যান অর্জুন দেববর্মার বাড়িতে। তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অর্জুন দেববর্মার বাড়ি জম্পুইজলা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। মূলত এডিসি নির্বাচন ঘোষণার পূর্বেই পাহাড়ে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র আস্ফালন বেড়েই চলছে। তবে একাংশ রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন এবার শাসক ও শরিক দল পাহাড় দখলের লড়াইয়ের লক্ষ্যে নিজেরাই নিজেদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বেন।

রাজ্য সরকার সকল স্তরের শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে: শ্রমমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: শ্রমিক কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দিতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ক প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কেননা শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ ছাড়া একটি রাজ্য তথা দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। রাজ্য সরকার সকল স্তরের শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায় আজ প্রজ্ঞা ভবনের ১ নং হলে আয়োজিত নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের জন্য ডায়নামিক ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এবং মোবাইল অ্যাপের সূচনা করে একথা বলেন। শ্রম দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অ্যাপের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকগণ এখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। আগে শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টারে (সি.এস.সি) যেতে হতো। এই অ্যাপের মাধ্যমে শ্রমিকগণ বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং বেনিফিসিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুত তাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাবে।

এই ডায়নামিক পোর্টালের সূচনা করে শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশান ওয়েলফেয়ার বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করে আসছে। এখন পর্যন্ত মোট ৪৪ হাজার ৩৮৯ জন নির্মাণ শ্রমিকের নাম নিবন্ধিত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এখন পর্যন্ত মোট ৫৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৪২৩ টাকা সেস সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অর্থ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮ হাজার ৫৭২ জনকে শিক্ষা খাতে, ৭৫৩ জনকে বিবাহের জন্য, ২৩ জনকে মাতৃত্বকালীন সহায়তা হিসেবে, ৬৩ জনকে মুখ্য রোগের চিকিৎসা বাবদ, ১ জনকে শারীরিক অক্ষমতার জন্য, ১,৪১৯ জনকে পেনশন সহায়তা হিসেবে, ১১৩ জনকে মৃত্যুজনিত সহায়তা হিসেবে, ৮০ জনকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহায়তা হিসেবে, ৭হাজার ৬৬৪ জনকে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায়, ৭ হাজার ৯০৯ জনকে স্কুলের পোশাক, খাদ্য, পুস্তকের জন্য এবং ১৩২ জনকে বন্যার ত্রাণ সহায়তা হিসেবে অর্থাৎ সর্বমোট ২৬ হাজার ৭২৯ জনকে ২৩ কোটি ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৬৮ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৪ হাজার ৩৮৯ জন নির্মাণ শ্রমিকের নাম নিবন্ধিত করা হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিক প্রকল্পে রাজমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিশিয়ান, টাইলস মিস্ত্রি, প্লাম্বার, রং মিস্ত্রি প্রমুখ শ্রমিক এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারবেন। কর্মস্থলে মহিলারা যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারেন সে লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনায় ১ জন শ্রমিকের ৬০ বছর পূর্ণ হলে তিনি প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা পেনশন পাওয়ার অধিকারী। এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে ৩৪ হাজার ৫৬৩ জন অসংগঠিত শ্রমিক এই প্রকল্পের অধীনে নথিভুক্ত রয়েছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি কৈলাসহরে জেলা শ্রম কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর কাজও শুরু করা হয়েছে। এছাড়া বিলোনীয়ায় জেলা শ্রম কার্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে খোয়াই ও গোমতী জেলায় জেলা শ্রম কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। এর জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, মালিক তথা নিয়োগকারীগণ যাতে অতি সহজেই নির্মাণ শ্রমিকদের একস্থানে পেতে পারেন সে লক্ষ্যে লেবার চৌক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধর্মনগর, কৈলাসহর, বিলোনীয়া, আগরতলা ও উদয়পুরে এই লেবার চৌক নির্মাণ করা হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য শ্রমিক বহুল স্থানে এই লেবার চৌক নির্মাণ করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে প্রায় ২৪ হাজার শ্রমিকের এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স স্কিমের কার্ড রয়েছে। চা, রাবার ছাড়াও ছোট ছোট কারখানায় যারা কাজ করেন তারাও এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন। এই কার্ড যদি থাকে তাহলে অসুস্থ নির্মাণ শ্রমিক সকল সরকারি হাসপাতাল ও আই.এল.এস. হাসপাতালে অপারেশন সহ চিকিৎসা করাতে পারবেন। তিনি বলেন, নতুন শ্রম কোডে ই-ওয়ার্কারদের জন্য নানা সুবিধা প্রদানের সংস্থান রয়েছে। একজন শ্রমিক কোনও প্রাইভেট সংস্থায় ১ বছর কাজ করলে গ্র্যাচুইটির জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। তিনি বলেন, নির্মাণ শ্রমিকদের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ৪ হাজার টাকা সহায়তার সংস্থান রাখা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য ২০ হাজার টাকা সহায়তা করার সংস্থান রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন পোর্টালের বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শ্রম দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, এই অ্যাপের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকগণ এখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। আগে শ্রমিকদের নাম রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টারে (সি.এস.সি.) যেতে হতো। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রম দপ্তরের সচিব তাপস রায়। অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ৮ জেলার ৮ জন নির্মাণ শ্রমিকের হাতে নতুন রেজিস্ট্রেশন কার্ড তুলে দেন। এছাড়া অতিথিগণ ৬ জনকে বিবাহের জন্য জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা করে চেক, ৭ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে চেক, দুর্ঘটনায় মৃত একজন শ্রমিকের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকার চেক, ২ জনকে মাতৃত্বকালীন সহায়তা হিসেবে জনপ্রতি ৮ হাজার টাকা করে চেক ও ৪টি পরিবারকে উচ্চশিক্ষার জন্য পরিবারপিছু ২০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস ছাড়াও বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সনগণ, কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা অসীম সাহা সহ নির্মাণ শ্রমিকগণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রম কমিশনার বিশ্বজিৎ পাল।

উদয়পুরে রাস্তা দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের অভিযান

জামতলা থেকে সেন্ট্রাল রোড পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের সরতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ মার্চ: উদয়পুর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দীর্ঘদিন ধরে দখল করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন একাংশ ব্যবসায়ী। বারবার সতর্ক করার পরও তারা রাস্তা ছেড়ে না দেওয়ায় বুধবার গোমতী জেলা প্রশাসন অভিযান চালায়। জেলা শাসক রিঙ্কু লাথেরের নেতৃত্বে এবং মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকারের উপস্থিতিতে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এদিন রাস্তায় নেমে দখলদারদের সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জামতলা থেকে সেন্ট্রাল রোড পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার উপর দোকান বসিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন অনেকেই। শুধু সেন্ট্রাল রোডই নয়, নিউ টাউন রোডসহ শহরের আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এর ফলে যান চলাচল এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছিল।

এদিনের অভিযানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা দখল করে বসানো বেশ কিছু দোকান সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি কয়েকজন দোকানদারের সামগ্রীও তুলে নেওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যারা রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছেন তাদের অবিলম্বে রাস্তা খালি করে দিতে হবে।

এ বিষয়ে গোমতী জেলার জেলা শাসক রিঙ্কু লাথের জানান, বহুবার সতর্ক করার পরও কিছু ব্যবসায়ী রাস্তা ছেড়ে না দেওয়ায় বাধ্য হয়েই প্রশাসনকে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতেও যদি কেউ রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যান, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বুধবারের এই অভিযানে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং উদয়পুর পৌর পরিষদের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন উদয়পুরের সাধারণ মানুষ।

তাদের মতে, শহরের রাস্তা দখলমুক্ত হলে যান চলাচল ও সাধারণ মানুষের চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক হবে।

অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের চেষ্টা বিএসএফের জালে বাংলাদেশি যুবক

আগরতলা, ১১ মার্চ: জয়পুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের পথে এক বাংলাদেশি যুবককে আটক করল বিএসএফ। পরবর্তী সময়ে ওই যুবককে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, লঙ্কামুড়া এলাকায় মোতায়েন বিএসএফের ৪২ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সীমান্তে টহলদারি চালানোর সময় দুই ব্যক্তিকে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করতে দেখেন। তাদের মধ্যে একজনকে আটক করতে সক্ষম হন জওয়ানরা। ধৃতের নাম সাইমন মিয়া। তিনি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পরবর্তীতে ধৃত যুবককে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিম আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন জানান, ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কী কারণে এবং কীভাবে তিনি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

এই ঘটনাকে ঘিরে ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্তে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে যাতে এ ধরনের ঘটনা রোধ করা যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas